ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-203 ■ 4 May, 2025 ■ আগরতলা ৪ মে, ২০২৫ ইং ■ ২০ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ শনিবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সাক্ষাত করেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ।

পহেলগাঁও হামলা নিয়ে কড়া বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে

নয়াদিল্লি, ৩ মে ।। পহেলগাওঁয়ে গত সপ্তাহে সন্ত্রাসী হামলায় অন্তত ২৬ জন নিহত ও বহু আহত হওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাসবাদ ও তাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার নয়াদিল্লিতে অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি জোয়াও লোরেন্সোর সঙ্গে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সন্ত্রাসবাদ মানবতার সবচেয়ে বড় হুমকি এ বিষয়ে আমরা একমত।"

প্রধানমন্ত্রী মোদী অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, "পহেলগাওঁয়ে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে সমর্থনের জন্য আমি অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি ও সে দেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞ।"

এদিন ভারত সফরে আসা অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি জোয়াও লোরেন্সো ও তাঁর প্রতিনিধিদলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দীর্ঘ ৩৮ বছর পর কোনও অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতির ভারত সফরকে 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত' বলে আখ্যা দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এই সফরের মাধ্যমে শুধু ভারত-অ্যাঙ্গোলা সম্পর্কই নয়, ভারত-আফ্রিকা অংশীদারিত্বও নতুন গতি ও দিশা পাচ্ছে।"

প্রধানমন্ত্রী জানান, চলতি বছর ভারত ও অ্যাঙ্গোলা তাদের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৪০ বছর পূর্তি পালন করছে, তবে এই সম্পর্ক তারও অনেক পুরনো এবং গভীর। "যখন অ্যাঙ্গোলা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিল, তখন ভারতও পূর্ণ আস্থা ও বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, " উল্লেখ করেন তিনি।

আজকের যুগে, দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অ্যাঙ্গোলার অন্যতম বৃহৎ তেল ও গ্যাস ক্রেতা দেশ ভারত। দুই দেশ এই জ্বালানি সহযোগিতাকে আরও প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, "অ্যাঙ্গোলার সেনাবাহিনীকে আধুনিকীকরণে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিরক্ষা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।" পাশাপাশি প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের মেরামতি, সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণে ভারত সহযোগিতা করবে বলেও জানানো হয়েছে।

উন্নয়ন সহযোগিতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত অ্যাঙ্গোলার সঙ্গে ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো, মহাকাশ প্রযুক্তি ও সক্ষমতা নির্মাণে অংশীদারিত্ব করবে। স্বাস্থ্য, ডায়মন্ড প্রসেসিং, সার ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ক্ষেত্রে সম্পর্ক দৃঢ় করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "অ্যাঙ্গোলায় যোগ ও বলিউডের জনপ্রিয়তা আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের শক্ত ভিতের প্রমাণ।"* দুই দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্ব বাড়াতে যৌথ ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম শুরু করার ঘোষণাও করেন প্রধানমন্ত্রী।

আন্তর্জাতিক সৌর জোটে অ্যাঙ্গোলার যোগদানে ভারতের স্বাগত জানানোর পাশাপাশি, দুর্যোগ প্রতিরোধী অবকাঠামোর জন্য জোট, বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স এবং গ্লোবাল বায়োফুয়েলস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জম্মু-কাশ্মীরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ওমর আব্দুল্লার বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৩ মে ।। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ শনিবার রাজধানী দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সম্প্রতি পহেলগাওঁয়ে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এই বৈঠক প্রায় ৩০ মিনিট ধরে চলেছে।

গত ২২ এপ্রিল পহেলগাওঁয়ে পর্যটকদের উপর ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন ভ্রমণকারী। এই ঘটনার পর দুই নেতার মধ্যে এটি ছিল প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ। এই হামলার প্রেক্ষিতে ভারত সরকার পাকিস্তানের সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদে সমর্থনের বিরুদ্ধে একাধিক কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ইন্ডাস জলচুক্তি স্থগিত রাখা, অট্টারি ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট বন্ধ করা এবং দুই দেশের হাই কমিশনে কর্মী সংখ্যা হ্রাস। ভারত সরকার পাকিস্তানি নাগরিকদের দেওয়া সমস্ত ভিসা বাতিল করেছে এবং ৩০ এপ্রিলের মধ্যে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের জন্য ভারতের আকাশপথও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ হিসেবে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সমস্ত ধরনের বাণিজ্য স্থগিত করেছে, এমনকি তৃতীয় দেশের মাধ্যমে যেকোনো রপ্তানি বা আমদানিও বন্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি, পাকিস্তান ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলিকেও নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

এদিকে জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তে পরপর আট দিন ধরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে ক্ষুদ্রাস্ত্র থেকে গুলি চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী। অন্তত পাঁচটি জেলায় এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের নিরাপত্তা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, পাহেলগামের হামলার জবাবে প্রতিক্রিয়া জানানোর বিষয়ে সশস্ত্র বাহিনীর হাতে 'সম্পূর্ণ অপারেশনাল স্বাধীনতা' দেওয়া হয়েছে। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত আঘাত হানা আমাদের জাতীয় সংকল্প।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের প্রতিক্রিয়া কীভাবে, কখন ও কোথায় হবে, তা ঠিক করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের সেনাবাহিনীর হাতে রয়েছে।"

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা

প্রতিবাদে শহরে বিক্ষোভ মিছিল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। মেডিক্যাল চুরমার হয়ে গিয়েছে। কারণ, দাঁতের চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষায় দুর্নীতি, হাসপাতাল গুলোতে ডাক্তার-নার্স কখনো রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। দাঁতের স্বল্পতা, চিকিৎসার অভাবে রোগী মৃত্যু, হাসপাতালগুলোর পরিকাঠামো অবনতি সহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে সবর হয়েছে সদর জেলা কংগ্রেস। আজ মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে শহরে মিছিল করে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন দিয়েছেন কর্মী সমর্থকরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা তলানিতে ঠেকেছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। কারণ, দাঁতের চিকিৎসক দিয়ে কখনো রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। দাঁতের চিকিৎসকেট নেতৃত্বে রাজ্যে প্রতিটি মেডিক্যাল পরীক্ষার দুর্নীতির গন্ধ পাওয়া গিয়েছে। এমনকি, জিবি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। প্রতিনিয়ত চিকিৎসার অভাবে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে। তাঁর আরও অভিযোগ, বর্তমানে হাসপাতালে গিয়ে রোগী আক্রান্ত হচ্ছে। কিছু দিন আগে রোগীর গায়ে সিলিং ফ্যান ভেঙে পড়েছে। এমনকি, পর্যাপ্ত পরিমাণে হাসপাতালে স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা অনেক কম। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে সদর জেলা কংগ্রেস।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল

বিরোধীরা পরিকল্পিত ভাবে সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। রাজধানীর সুপারি বাগানস্থিত দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে আজ জনজাতি মোর্চা, ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে আয়োজিত হয় ওয়াকফ সংশোধনী জনজাগরণ অভিযান কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ও সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, যিনি এই কর্মসূচির মঞ্চ থেকে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করেন।

রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, সম্প্রতি লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাস হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী বিল সম্পর্কে বিরোধীরা পরিকল্পিতভাবে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষকে ভুল ধারণা দিয়ে বিরোধীরা উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছে।

তিনি জানান, মানুষের কাছে এই বিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বাস্তব তথ্য তুলে ধরতেই বিজেপি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে এই জনজাগরণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ওয়াকফ সংশোধনী নিয়ে বিরোধীরা সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে, যা নিন্দনীয়।

রাজীব ভট্টাচার্য জানান, আজকের কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি আশ্বাস দেন, ভবিষ্যতেও বিজেপির যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চা সহ অন্যান্য শাখা সংগঠনের উদ্যোগে এই ধরনের জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে।

জনগণের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে সিপিএম ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। জনগণের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে সিপিআইএম। কিন্তু রাজ্যের মানুষ বহু আগেই তাঁদেরকে বর্জন করেছেন। গতকাল বামফ্রন্টের অভিযোগকে খন্ডন করে পাল্টা জবাব দিয়েছেন বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। এদিন তিনি বলেন, গতকাল বামফ্রন্টের আহবায়ক মানিক দে সহ কয়েকজন নেতৃত্ব সাংবাদিক সম্মেলনের নাম করে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্ত তৈরী করার চেষ্টা করছেন। কারণ, বর্তমানে তাঁদের কাছে কোন ইস্যু নেই। বামফ্রন্টের জামানায় নেশার সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল। নেশা সামগ্রী আটক করা হলেও সেগুলির হদিশ পাওয়া যায়নি। কিন্তু বর্তমানে বিজেপি সরকারের আমলে নেশা সামগ্রী আটক করার পর সমস্ত বিষয়ে জানা যায়।

এদিন তিনি আরও বলেন, গতকাল মানিক দে দাবি করেছেন, রাজ্যের রেগা শ্রমিকদের মজুরি নাকি মন্ডলের নেতৃত্ব এবং স্থানীয় বিজেপি কার্যকর্তারা নিয়ে যায়। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। হাস্যকর ব্যাপার, সিপিএমের জামানায় রেগা মজুরি থেকে ক্যাডারদের ভাগ দিতে হতো। কিন্তু বর্তমানে রেগা মজুরি সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাংক একাউন্টে পৌঁছে যায়।

বিচার ব্যবস্থায় ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষে ত্রিপুরা, অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। ত্রিপুরার বিচার ব্যবস্থা দেশের ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। ইন্ডিয়া জাস্টিস রিপোর্ট ২০২৫-এ এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যের বিচার ব্যবস্থার এই স্বীকৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিচার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সম্মানিত বিচারক, জুডিশিয়াল অফিসার, আদালতের কর্মচারীবৃন্দ এবং বারের সদস্যদের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলেই এই সাফল্য অর্জন বলে মুখ্যমন্ত্রী এক বার্তায় মন্তব্য করেছেন। মূলত চারটি বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়ে ইন্ডিয়া জাস্টিস রিপোর্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্ষদের মার্কশিট বিতরণ ৫ মে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। আগামী ৫ মে এবং ৬ মে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পরীক্ষার মার্কশিট ও সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। আজ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটাই জানানো হয়েছে

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ২০২৫ সালের মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পরীক্ষার মার্কশিট ও সার্টিফিকেট আগামী ৫ মে (সোমবার) ও ৬ মে (মঙ্গলবার) সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পর্ষদ অফিস থেকে দেওয়া হবে। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক বা তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধি মাধ্যমিক এবং উচ্চতর মাধ্যমিকের জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তান থেকে সমস্ত আমদানি নিষিদ্ধ করল ভারত

নয়াদিল্লি, ৩ মে ।। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাওঁয়ে সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে ভারত সরকারের কড়া পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পাকিস্তান থেকে সমস্ত সরাসরি ও পরোক্ষ আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে।

এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "পাকিস্তান থেকে উৎপন্ন বা রপ্তানি হওয়া সমস্ত পণ্য, তা আমদানিযোগ্য হোক বা না হোক, সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে আমদানি বা ট্রানজিট সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা ও জনস্বার্থের কারণে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কোনোরকম ব্যতিক্রমের জন্য ভারতের সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে।" এই সিদ্ধান্তটি বিদেশ বাণিজ্য নীতি ২০২৩-এ একটি নতুন ধারা হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, পাকিস্তান থেকে আসা সমস্ত পণ্যের আমদানি বা ট্রানজিট নিষিদ্ধ।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাকিস্তানে ভারতের রপ্তানি ৫৬.৯১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৪৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই সময়ে পাকিস্তান থেকে কোনো আমদানির রেকর্ড নেই। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ভারতের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল ওষুধ, চিনি, কেমিক্যালস ও গাড়ির যন্ত্রাংশ। এরই মধ্যে, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের একমাত্র স্থলবাণিজ্য পথ অটারি-ওয়াঘা সীমান্ত পহেলগাওঁ হামলার পর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বৈসরানে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় অন্তত ২৬ জন সাধারণ মানুষ নিহত হন, যাদের মধ্যে একজন নেপালি পর্যটক এবং একজন স্থানীয় পোনি চালকও ছিলেন। এই হামলার পর থেকেই পাকিস্তান-সংশ্লিষ্ট জঙ্গি সংযোগ উঠে আসায় দুই দেশের সম্পর্ক আরও খারাপের দিকে গড়ায়।

চুরাইবাড়ি থেকে বাগবাসা

মাস পেরোতেই ভেঙে যাচ্ছে কোটি টাকার রাস্তা, নিম্নমানের কাজ নিয়ে সরব জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। বহু কোটি টাকার বরাদ্দ, অথচ রাস্তার হাল করুণ! সরকারি নির্দেশিকা উপেক্ষা করে ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক সংস্কারে চলছে চরম অনিয়মএমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

চুরাইবাড়ি সেলটেক্স গেট থেকে বাগবাসা পর্যন্ত জাতীয় সড়কের ১১ কিলোমিটার রাস্তার কাজ নিম্নমানেরএই অভিযোগে সরব এলাকাবাসী। জানা গিয়েছে, তিন কিলোমিটার রাস্তার কাজের দায়িত্ব পেয়েছিলেন ঠিকাদার দীপক কর। দ্রুতগতিতে কাজ শেষ করতে গিয়ে তিনি এতটাই নিম্নমানের কাজ করেছেন যে, মাসখানেকের মধ্যেই রাস্তার পিচ ও পাথর উঠে পড়েছে। ভারী যান চলাচলের রাস্তা এইভাবে ভেঙে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে কাজের গুণগত মান নিয়ে। রাস্তার কাজের সময় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পরিমাপ যন্ত্রের ব্যবহার, ক্রস লাইন স্থাপন, এবং প্রতিনিয়ত ইঞ্জিনিয়ার তদারকিএই সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় কার্যত উপেক্ষিত ছিল। দীপক কর ও তাঁর সহকারীরা কাজ শেষ করে এলাকা ছেড়ে চলে গেলেও, অভিযোগ উঠছে তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এখানেই শেষ নয়। শনিছড়া ফরেস্ট বিট অফিস সংলগ্ন রাস্তার পরবর্তী চার কিলোমিটার অংশের দায়িত্বে ছিলেন ''মিনামতি এন্টারপ্রাইজ''-এর রাজু দেবনাথ। এখানেও চলছে একই অনিয়ম ও নিম্নমানের কাজ। চাঁনপুর এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, কোথাও আধা ইঞ্চি, কোথাও দেড় ইঞ্চি পিচ ঢালাইপর্যাপ্ত পরিমাণে ধুলোবালি পরিষ্কার না করেই চলছে কাজ।

অভিযোগ আরও গুরুতরইঞ্জিনিয়ারদের নিয়মিত উপস্থিতির অভাবে এখন সাইড ম্যানেজার প্রমোদ ভৌমিকই কার্যত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাঁপানিয়া বাজারে আগুনে পুড়লো ৬টি দোকান, পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ছয়টি দোকান। আজ সকালে হাঁপানিয়া বাজারে ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দমকলের দুইটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলকর্মীর প্রাথমিক ধারণা, সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। ওই অগ্নিকাণ্ডের আনুমানিক লক্ষাধিক ক্ষতি হয়েছে বলে জানান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ, ধর্মনগরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ মে।। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ফালানো নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয় ধর্মনগর মহকুমার হাফলং এর কারগিল টিলা এলাকায়। সাথে পাওয়া যায় যেই ট্রান্সপোর্টে ওষুধ আনা হয়েছিল সেই ট্রান্সপোর্টের নামে বিভিন্ন বিলের কাগজ।

এলাকাবাসীর দের কাছ থেকে জানা যায়, আজ সকালে ধর্মনগর হাফলং কারগিল টিলা এলাকায় প্রচুর পরিমাণে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীরা। সেটা দেখে খবর দেওয়া হয় উত্তর ত্রিপুরা জেলার ড্রাগস ইন্সপেক্টরকে। খবর পেয়ে ড্রাগ ইন্সপেক্টর সুপ্রিয় দাস সেখানে আসেন। সেখানে এসে তুমি দেখতে পান সেই ঔষধ গুলো সব মেয়াদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৪ এপ্রিল,২০২৫ ইং
২০ চৈত্র ◻ রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তীব্র আর্থিক সংকটে

A/vবিশ্ব স্বাস্থ্যখাতে কমিয়াছে অনুদানের পরিমান। ফলে সেখান থেকে তৈরি হইতেছে নতুন সমস্যা। এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করিল হু। যেসব দেশগুলি এতদিন ধরিয়া এই খাতে প্রচুর অর্থ দিয়াছে তাহারা হাত গুটিয়েছে। ফলে সেখান থেকে টান পড়িয়াছে সবেতেই।হু-য়ের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তাপ্রকাশ করা হইয়াছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতিমধ্যেই হু থেকে তাহাদের অনুদান তুলিয়া নেয়।। ফলে যদি পরবর্তীকালে করোনার মতো মহামারি আসে তাহা হইলে তাহাকে মোকাবিলা করিতে গিয়া হিমসিম খাইবে হু-য়ের কর্তারা।হু-য়ের সবথেকে বড় অনুদানকারী হিসেবে ছিল। তারা মোট অনুদানের ১৮ শতাংশ বিনিয়োগ করত। তবে এবার সেটি বন্ধ হইয়াযাওয়ার। ফলে চিন্তার পরিবেশ তৈরি হয়েছে হু-য়ের কপালে।হু-য়ের ডিরেক্টর জেনারেল ট্রেডরস অ্যাডোনম গ্যাব্রিয়ের জানাইয়াছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বর্তমানে একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে। ফলে তাহারা আগামীদিনে কঠিন রোগ নিয়ে চিন্তিত। মার্কিন বিনিয়োগ তুলিয়া নেওয়ার পর হু তাহাদের বাজেট অনেকটা কমাইয়ছে। ফলে এতদিন ধরে যেভাবে হু কাজ করত সেটা আর হইবে না।চলতি বছরে হু-য়ের অনুদানে ঘাটতি রহিয়াছে ৬০০ মিলিয়ন ডলার। ফলে তাহারা ২০২৬-২৭ সালের বাজেটে ইতিমধ্যে ২১ শতাংশ কাজ কমাইয়া দিয়াছে। যেখানে ৫.৩ বিলিয়ন অর্থ খরচ হত সেখানে তারা ৪.২ বিনিয়ন অর্থ খরচ করছে। তাহাদের কর্মীসংখ্যাতেও ছাঁটাই দেখা গিয়াছে। ফলে সেখান থেকেও তাহারা বাজেটের দিকে জোর দিয়াছে।হু-য়ের ডিরেক্টর আরও বলেন, এটা খুবই যন্ত্রণার। এরফলে বিশ্ববাসীর স্বাস্থ্য খাতে বিরাট প্রভাব পড়িবে। তখন সবকিছু তাহাদের হাতের বাইরে চলে যাবে।ইতিমধ্যে জেনিভা, সুইৎজারল্যান্ডে নিজেদের কর্মীসংখ্যা কমাইয়াছে হু। আগামী ২ বছরের মধ্যে হু তাহাদের বহু কাজই বন্ধ করে দেবে। ফলে তাহাদের কাজের পরিধি অনেকটাই কমিবে। প্রধানত অনুদানের ওপরেই এতদিন কাজ করেছে। সেখানে বিশ্বের প্রতিটি দেশ এই অনুদানের টাকা দেয়। তবে মার্কিন দেশ হাত তোলার ফলে তাহাদের বাজেটে বিরাট প্রভাব ফেলিয়াছে।

তামিল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে শৈব সিদ্ধান্তের গভীর শিকড়, জেপি নাড্ডার মন্তব্য

চেন্নাই, ৩ মে:তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের উপকণ্ঠে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক শৈব সিদ্ধান্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা বলেন, শৈব সিদ্ধান্ত শুধু একটি দর্শন নয়, এটি এক আত্মিক চেতনায় পরিণত হয়েছে, যা তামিল সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত।

তিনি বলেন, ‘শৈব সিদ্ধান্ত পবিত্র শিল্প ও মন্দির সংস্কৃতির মাধ্যমে দর্শনচর্চাকে পুষ্ট করেছে। দেভারম ও থিরুভাসগমের মতো সাহিত্যকৃতি আজও জীবন্তভাবে গীত হয় এবং মানুষের অন্তরকে ছুঁয়ে যায়।”

নাড্ডা উল্লেখ করেন, আপ্পার, সুন্দরার ও তিরুঞ্জান সাম্বন্ধরের রচিত দেভারম শৈব দর্শনের এক অলৌকিক দিক উন্মোচন করেছে, যা মানুষকে আধ্যাত্মিক জাগরণে উৎসাহিত করে।

এই দিনে, এসআরএম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে হৃদয়বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং ট্রমা ও ইমার্জেন্সি বিভাগএই দুটি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন তিনি।

এই আন্তর্জাতিক শৈব সিদ্ধান্ত সম্মেলন চলবে আগামী ৫ মে পর্যন্ত। এটি তিরুকাইলায় পরম্পরার অন্তর্গত ধর্মপুরম আধীনম ও তার আন্তর্জাতিক শৈব সিদ্ধান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে।

ভারত ও বিদেশ থেকে আগত প্রখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক নেতা, গবেষক, ছাত্রছাত্রী এবং বিশেষ অতিথিসহ প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন।

সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হল তামিল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে প্রোথিত শৈব সিদ্ধান্ত দর্শনের গভীরতা ও তাৎপর্যকে আরও বিস্তৃতভাবে বোঝা ও তুলে ধরা। এই উপলক্ষে ৭৫ জন বিশিষ্ট পণ্ডিতের গবেষণাপত্রও প্রকাশিত হবে, যা শৈব দর্শনের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের দিকটি উন্মোচন করবে।

অস্ট্রেলিয়ায় ৪৮তম সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন; শুরু হয়েছে গণনা, প্রায় ১.৮ কোটি ভোটার অংশগ্রহণ

ক্যানবেরা, ৩ মে : অস্ট্রেলিয়ার ৪৮তম সংসদ গঠনের লক্ষ্যে আজ দেশের সর্বত্র ভোটগ্রহণ পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একইসঙ্গে শুরু হয়েছে ভোট গণনার কাজ। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১.৮ কোটি ভোটার তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন।

এই নির্বাচনে প্রতিনিধিসভার ১৫০টি আসন এবং সিনেটের ৭৬টির মধ্যে ৪০টি আসনের জন্য ভোটগ্রহণ হয়েছে।

বর্তমান ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁর মুখোমুখি রয়েছেন কনজারভেটিভ লিবারেল-ন্যাশনাল জোটের নেতা পিটার ডাটন।

ভোটগণনার প্রাথমিক ধাপেই দুই প্রধান দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিলেছে। দেশজুড়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা এই নির্বাচনের ফলাফলকে ভবিষ্যতের নীতিনির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছে

নেটফ্লিক্সের ভারতীয় কার্যক্রমে ২০০ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক প্রভাব: টেড সারানডোস

মুম্বাই, ৩ মে : নেটফ্লিক্সের সহ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টেড সারানডোস জানিয়েছেন যে, সংস্থাটি তাদের ভারতীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ২০০ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল অডিওভিজুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ঢক্ষ্ণবক্ষ ২০২৫)-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

’স্ট্রিমিং দ্য নিউ ইন্ডিয়া: কালচার, কানেক্টিভিটি অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ক্যাপিটাল’ শীর্ষক এক আলোচনাসভায়, যেটি সঞ্চালনা করেন চলচ্চিত্র অভিনেতা সাইফ আলি খান, সেখানেই টেড সারানডোস উল্লেখ করেন, নেটফ্লিক্স ইতিমধ্যেই ভারতে ২০ হাজারেরও বেশি শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করেছে।

তিনি আরও জানান, গত বছরে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০০ কোটি ঘণ্টা ভারতীয় কনটেন্ট দেখা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ১৫০টি মূল চলচ্চিত্র ও ওয়েব সিরিজ। এই সব কনটেন্ট ভারতের ১০০টি ভিন্ন ভিন্ন শহর ও গ্রামে চিত্রায়িত হয়েছে।

ভারতীয় দর্শকদের চলচ্চিত্রপ্রেম সম্পর্কে টেড সারানডোস বলেন, “ভারতে সিনেমার প্রতি একটি গভীর আবেগ ও সংস্কৃতি রয়েছে। মানুষ কনটেন্ট দেখে, উপভোগ করে এবং সে নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসে।”

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ভারতে সিনেমা ও স্ট্রিমিং একসঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে এবং এর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

মহাজাগতিক রশ্মির মহারহস্য

পৃথিবীর বাইরে, মহাকাশের গভীর থেকে ছুটে আসে এসব কণা। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন মহাজাগতিক রশ্মি। সেই রশ্মি এখন হয়ে উঠেছে এক মহারহস্য। জিনিসগুলোর উৎস কোথায়? কোত্থেকে আসছে এসব কণা? *আবুল বাসার*

মহাজাগতিক রশ্মি বলতে সাধারণত মহাকাশ থেকে আসা চার্জিত কণাকে বোঝায় কোনো শব্দের সঙ্গে ‘মহা’ যুক্ত থাকলে মনে হয়, একটা বিশাল কিছু। হুলুস্থুল কোনো ব্যাপার। মহাজাগতিক রশ্মির বিষয়টাও অনেকটা সে রকম। এ মহাঘটনা ১০০ বছরের বেশি পুরোনো।

মহাজাগতিক রশ্মির ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল অস্ট্রিয়ান বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রান্সিস হেসের হাত ধরে। এর আগে অনেক বছর ধরেই বায়ুমণ্ডলে আয়নিত বিকিরণের মাত্রা নিয়ে বেশ হিমশিম খাচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা। সে যুগে অনেকের ধারণা ছিল, পৃথিবীর যত ওপরে ওঠা যাবে, এই বিকিরণের মাত্রা তত কমতে থাকবে। কারণ, তখন বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উৎস পৃথিবী। এ নিয়ে একটা সূত্র দাঁড় করিয়ে ফেললেন বিজ্ঞানীরা। সেটা অনেকটা এ রকমকোনো জায়গার তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ হবে দূরত্বের বর্গফলের ব্যস্তানুপাতিক, অর্থাৎ কোনো জায়গায় তেজস্ক্রিয় বস্তু রেখে তার ১ মিটার দূরে ডিটেক্টর রাখলে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যাবে, দুই মিটার দূরে রেখে মাপলে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ হবে চার ভাগের এক ভাগ।

ব্যাপারটা সত্যি কি না, সেটাই পরীক্ষা করতে দেখতে চাইলেন তরুণ বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস হেস। সে জন্য বেলুনে চেপে আকাশে উড়লেন তিনি। একবার নয়, একাধিকবার মহাশূন্যে বেলুনে ভেসে বায়ুমণ্ডলের ওপরের অংশে গবেষণা চালাতে লাগলেন। ১৯১১ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ইলেকট্রোস্কোপ ব্যবহার করে পৃথিবীর ওপর আয়নিত বিকিরণ মাপেন হেস। কিন্তু তাঁর পরিমাপে সে কালের বিজ্ঞানীদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। দেখা গেল, প্রায় ১৭ হাজার ফুট বা প্রায় ৩ মাইল উচ্চতায় ভূপৃষ্ঠের তুলনায় অন্তত দ্বিগুণ বিকিরণ রয়েছে। কাজেই এ বিকিরণ অবশ্যই পৃথিবী থেকে আসছে না। তাহলে কোথা থেকে আসছে?

এক বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে ব্যাখ্যাটা দিলেন হেস। তিনি ঘোষণা করেন, ‘আকাশের ওপর থেকে আমাদের বায়ুমণ্ডলে খুবই উচ্চ শক্তির বিকিরণ ঢুকছে।’

১৯১২ সালে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার পর বেলুন থেকে নামছেন বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রান্সিস হেস এরপর একবার সূর্যগ্রহণের সময়ও বেলুনে চেপে আকাশে ওঠেন তিনি। ইলেকট্রোস্কোপে বিকিরণ মাপেন। হিসাবমতো, সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য থেকে আসা বিকিরণ চাঁদে বাধা পাওয়ার কথা। কাজেই এর উৎস যদি সূর্য হয়ে থাকে, তাহলে বিকিরণের মাত্রা কম হওয়ার কথা। কিন্তু বিকিরণের মাত্রা মেপে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন হেস। পরিমাপে বিকিরণের তীব্রতার কোনো হেরফের পাওয়া গেল না। কাজেই এ বিকিরণ অবশ্যই সূর্য থেকে আসছে না। তাহলে কোথা থেকে আসছে? যৌক্তিকভাবে হেস সিদ্ধান্ত এলেন, এসব বিকিরণ যদি সূর্য থেকে না এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই বাইরের গভীর মহাকাশ থেকে আসছে। ১৯১৩ সালে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে হেস এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করলেন। অচিরেই তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বিজ্ঞানীরা। এর প্রায় এক দশক পর এ বিষয়ে গবেষণা চালান মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট মিলিকান। তিনিও একই ফল পেলেন। এই মিলিকানই এ বিকিরণের নামকরণ করেন কসমিক রে। যাহোক, এই গবেষণার কারণে ১৯৩৬ সালে নোবেল পুরস্কার পান ভিক্টর ফ্রান্সিস হেস। মানবদেহের জন্য বেশি বিপজ্জনক কণা হলো প্রোটন বা পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের মতো চার্জিত কণা। উচ্চশক্তির প্রোটন আমাদের দেহে গুরুতর ক্ষতি করতে পারে। সেটা থেকে বাঁচতে মহাকাশে যেতে বিশেষ ধরনের পোশাক পরেন নভোচারীরা।

গত কয়েক দশকে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে অসংখ্য গবেষণা হয়েছে। শুধু বেলুন উড়িয়ে নয়, ভূপৃষ্ঠে ডিটেক্টর বসিয়ে কিংবা মহাকাশে একাধিক স্যাটেলাইট পাঠিয়েও এ রশ্মি সম্পর্কে আরও বিশদ গবেষণা চালিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাতে একই সঙ্গে যেমন নতুন অনেক কিছু জানা গেছে, তেমনি মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়েছেও আরও। দেখা দিয়েছে অনেক নতুন প্রশ্ন। চলুন, বিষয়টা একটু খুলে বলা যাক।

২

আশা করি এতক্ষণে বুঝে গেছেন, মহাজাগতিক রশ্মি বলতে সাধারণত মহাকাশ থেকে আসা চার্জিত কণাকে বোঝায়। মহাবিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নক্ষত্র এবং অন্যান্য বস্তু থেকে অনবরত ফোটন, প্রোটন, নিউট্রিনো কণাসহ আরও কিছু ভারী আয়ন বেরিয়ে আসছে। এরাই তীব্রবেগে প্রতিনিয়ত ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধাক্কা খেয়ে সেগুলো ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে, কিংবা বদলে যাচ্ছে তাদের রূপ। এভাবে মহাজাগতিক রশ্মি থেকে বায়ুমণ্ডলে তৈরি হচ্ছে আয়নিত বিকিরণ। এটিকে বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মি। যেমন আমাদের সূর্য এসব মহাকাশীয় কণার অন্যতম প্রধান উৎস। সূর্য শুধু দৃশ্যমান আলোই নয়, উচ্চশক্তির ফোটনও তৈরি করে (যেমন আলট্রাভায়োলেট আলো, গামারশ্মি)। এসব কণার শক্তি এত বেশি যে তা আমাদের দেহে ক্যানসারও তৈরি করতে পারে। আবার সূর্যের অতি উত্তপ্ত পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি থেকে আসে আরেকটি দ্রুতগতির ও হালকা কণা। এর নাম নিউট্রিনো। প্রতি সেকেন্ডে আপনার হাতের নখের সমান জায়গা দিয়ে সূর্য থেকে আসা ১০০ বিলিয়ন নিউট্রিনো কণা চলে যাচ্ছে। কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো, কণাটি অন্য কোনো কণার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে না বললেই চলে। তাই এই কণা নিয়ে আপাতত দুশ্চিন্তার তেমন কিছু নেই।

মানবদেহের জন্য বেশি বিপজ্জনক কণা হলো প্রোটন বা পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের মতো চার্জিত কণা। উচ্চশক্তির প্রোটন আমাদের দেহে গুরুতর ক্ষতি করতে পারে। সেটা থেকে বাঁচতে মহাকাশে যেতে বিশেষ ধরনের পোশাক পরেন নভোচারীরা।

সূর্যকে বিশাল এক অগ্নিগোলক বলা চলে। যেখানে প্রতিমুহূর্তে বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন ফিউশন প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম তৈরি করছে। এই প্রক্রিয়ার উপজাত হিসেবে তৈরি হচ্ছে বিপুল পরিমাণ শক্তি। তবে সূর্যের গতিপ্রকৃতি সব সময় আগাম বোঝা যায় না। বেশির ভাগ সময় সূর্যের প্রচণ্ড তাপে সবকিছু বেশ ভালোভাবে হজম হয়ে যায়। কিন্তু মাঝেমধ্যে ওই অগ্নিগোলকের বদহজম হতেও দেখা যায়। এর ফলে সৃষ্টি হয় সোলার ফ্লেয়ার বা সৌরশিখা। এতে মাঝেমধ্যে প্লাজমা ছুটে আসে মহাকাশে। অতিরিক্ত ডোজের বিপজ্জনক এসব কণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও হানা দেয়। মোদ্দাকথা হলো, এভাবে পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে কোটি কোটি কণা আঘাত হানছে। সঙ্গে বয়ে আনছে বিপুল পরিমাণ শক্তি। মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে অধ্যাপক রসির গবেষণা তত দিনে পরিণত হয়েছে কিংবদন্তিতে। যুদ্ধকালে লস অ্যালামোসে একটা বিভাগের প্রধান ছিলেন তিনি আমাদের পরম সৌভাগ্য, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও এর চারপাশে বিস্তৃত চৌম্বকক্ষেত্র এসব ক্ষতিকর কণার বিরুদ্ধে কাজ করছে ঢাল হিসেবে; অর্থাৎ এগুলোই ভয়াবহ এ বিপদ থেকে রক্ষা করছে পৃথিবীর তাবৎ জীবকুলকে। কিন্তু কীভাবে? আসলে বেশির ভাগ উচ্চশক্তির কণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাতাস ও গ্যাসীয় পদার্থের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যায়। তার শক্তিও তখন অনেক কমে যায়; অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে উচ্চশক্তির ক্ষতিকর কণাগুলো ধাক্কা খেয়ে নিম্নশক্তির কণায় রূপান্তরিত হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে যে মেরুজ্যোতি দেখা যায়, তার পেছনের কারণ উচ্চশক্তির কণাগুলোর এই রূপান্তর। আসলে পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রে মহাজাগতিক রশ্মি রূপান্তরিত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে এই জ্যোতির সৃষ্টি হয়।

ভূপৃষ্ঠে থাকলেই কেবল পৃথিবীর এই সুরক্ষা ব্যবস্থা কাজে লাগে। ভূপৃষ্ঠ থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় অনেক ওপরে থাকলে (যেমন বিমানে অনেক ঘন ঘন যাতায়াত করলে) সেটা কাজ করবে না। তখন দেহে অনেক বেশি বিকিরণ ঢুকে পড়বে। কাজেই বিমানে বসে সানস্ক্রিন ব্যবহার করেও তখন কোনো লাভ হবে না। অবশ্য বিমানগুলো নিয়মিত মেরু দিয়ে যাতায়াত না করলে এত দুশ্চিন্তার কিছু নেই। স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই তেমন এ ক্ষেত্রে।

একদল বিজ্ঞানীর ধারণা আরও পাগলাটে। তাঁদের অনুমান, আমাদের মহাবিশ্ব হয়তো কোনো মহাজাগতিক কম্পিউটারের ভেতরে সিমুলেশনমাত্র। অনেকটা হলিউডের ম্যাট্রিক্স মুভির মতো। কোনো বড় মেটা---ইউনিভার্সের প্রাণীরা হয়তো আমাদের মহাবিশ্বে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে।

প্রশ্ন হলো, এসব কণার গতি কেমন? পৃথিবীতে কণাকে দ্রুতবেগে ছুড়ে বিশ্বরেকর্ড করেছে সার্নের লার্জ হ্যার্ডন কলাইডার। সেখানে একটা কণাকে প্রায় ১০ টেরা—ইলেকট্রন ভোল্ট (বা ১০১৩ ইলেকট্রন ভোল্ট) গতিশক্তিতে ছুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মহাকাশে ছুটে আসা কণার তুলনায় এই গতিশক্তিও বেশ কম। পৃথিবীতে ১০ টেরা---ইলেকট্রন ভোল্ট গতিশক্তিতে ছুটে আসা মহাজাগতিক রশ্মি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই মুহূর্তে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি বর্গমিটারে প্রায় একটি কণা আঘাত হানছে। বোঝার সুবিধার্থে, এই শক্তিকে প্রতি সেকেন্ডে আমাদের পৃথিবীর প্রতি বর্গমিটারে ধীরগতির স্কুলবাস আঘাত করার সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি শক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে আঘাত করছে। সেগুলোর তুলনায় এলএইচসির কণার শক্তিও মনে হতে পারে হামাগুড়ি দেওয়ার শামিল। পৃথিবীতে সবচেয়ে উচ্চগতিসম্পন্ন যে কণার সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটি ১০২০ ইলেকট্রন ভোল্টের। এলএইচসির তুলনায় এসব কণা ২০ লাখ গুণ বেশি শক্তিসম্পন্ন। প্রতিবছর প্রায় ৫০০ মিলিয়ন এ রকম অতিশক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে আঘাত হানে। তার মানে, প্রতিদিন ১০ লাখের বেশি। এই শক্তি দুই বিলিয়ন ধীরগতির স্কুলবাস পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার সমতুল্য। কিন্তু মজার ও একই সঙ্গে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এসব উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণা মহাবিশ্বের কোথা থেকে আসছে, এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। মানে, মহাকাশের কোন বস্তু এই কণার উৎস, তা নিয়ে এখনো গোটা বিজ্ঞান মহল রয়েছে পুরোপুরি অন্ধকারে। সত্যি বলছি, প্রতিদিন লাখ লাখ উচ্চগতির মহাজাগতিক কণা আমাদের পৃথিবীতে আছড়ে পড়ছে, কিন্তু সেগুলো কোথা থেকে আসছে, তা কারও জানা নেই। তাই মহাজাগতিক রশ্মির ব্যাপারটা আমাদের কাছে এখনো রহস্যময়। কারণ, মহাবিশ্বে আমরা যেসব বস্তু সম্পর্কে জানি, তা দিয়ে এগুলোর ব্যাখ্যা করা যায় না। কাজেই কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, মহাবিশ্বে হয়তো এমন কোনো বস্তুও থাকতে পারে, যাদের সম্পর্কে আমাদের এখনো কিচ্ছু জানা নেই। অবিশ্বাস্য!

প্রশ্ন আসতে পারে, হাজার হাজার বছর ধরে মহাবিশ্ব নিয়ে নিত্যনতুন যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করার পরও এমন কি হওয়া সম্ভব? মহাবিশ্বের কোনো কিছু কি এখনো আমাদের জানা বা দেখা বাকি রয়ে গেছে?

৩

কেউ যদি আপনার দিকে অতি উচ্চশক্তির কোনো কিছু ছুড়ে মারেন, তাহলে প্রথম কাজটি হবে চারদিকে তাকিয়ে সেটা কোথা থেকে আসছে, তা খুঁজে বের করা। উচ্চ গতিশক্তির মহাজাগতিক রশ্মির উৎস খুঁজে বের করতে বিজ্ঞানীরাও ঠিক সেই কাজই করেন। কিন্তু তাতে সফল না হওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। সেসব কারণেই আসলে মহাজাগতিক রশ্মি আমাদের কাছে এখনো অমীমাংসিত এক হেঁয়ালি। অত্যুচ্চ গতিশক্তির মহাজাগতিক রশ্মির উৎস সন্ধানে বিজ্ঞানীরা মূলত দুটি প্রধান সমস্যার মুখোমুখি হন। প্রথমত, এ ধরনের রশ্মি পৃথিবীতে আঘাত হানে প্রায় হাজার বছরে একবার। দ্বিতীয়ত, টার্গেট হিসেবে পৃথিবী অনেক অনেক বড়। মহাজাগতিক বিস্ফোরণএআই ইমেজ প্রথম সমস্যাটার কথা একটু খুলে বলি। ১০১৩ ইলেকট্রন ভোল্ট বা এলএইচসির সমমানের কণাগুলো পৃথিবীতে আসে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় এক হাজার হারে। অন্যদিকে ১০১৮ ইলেকট্রন ভোল্টের কণাগুলো সে তুলনায় একটু বিরল। প্রতিবছর প্রতি বর্গকিলোমিটারে আঘাত হানে এদের মাত্র একটি। কিন্তু অতি উচ্চশক্তির কণা বা ১০২০ ইলেকট্রন ভোল্টের কণাগুলো আরও বিরল। প্রায় এক হাজার বছরে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মোটামুটি একটি মাত্র কণা পৃথিবীতে আঘাত হানে। এটাই অতিউচ্চ গতিশক্তির কণাগুলো কোথা থেকে আসছে, তা নির্ধারণের কাজটা কঠিন করে তুলেছে। এখন পর্যন্ত মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা কণাই শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তাদের উৎস শনাক্ত করার জন্য তা যথেষ্ট নয়। অনেক বড় কোনো ডিটেক্টর তৈরি করা হলেও, এদের শনাক্ত করার সম্ভাবনা একেবারেই কম।

এত হতাশার মধ্যে একটা ভালো খবরও আছে। বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা ইঙ্গিত পেয়েছেন, এর উৎস খুব বেশি দূরের হতে পারে না। কারণ, অনেক দূরের উৎস হলে, তা আমাদের কাছে আসতে আসতে মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য ফোটোনিক কুয়াশা বা মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে তার শক্তি অনেক কমে যেত। তার মানে, সেগুলো হয় তুলনামূলক পার্শ্ববর্তী কোনো উৎস থেকে আসছে, নয়তো পৃথিবীতে যে গতিশক্তিতে আছড়ে পড়ছে, তাদের প্রকৃত গতিশক্তি আসলে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। তবে বিজ্ঞানীরা প্রথম ধারণটিই সঠিক বলে মনে করেন। মানে, ‘আমরা খুবই বিস্ময়কর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছি। সেটা হলো, আমাদের কাছেই কোথাও থেকে কণাগুলো ওই পাগলাটে শক্তি নিয়ে ছুটে আসছে। কিন্তু সেগুলো কী, এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।’ তাই মাথা খাটিয়ে বেশ কজন বিজ্ঞানী এই মহাজাগতিক রশ্মির উৎস বোঝার চেষ্টা করেছেন। এতে কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী যে সৃজনশীল মানুষ, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এবার দ্বিতীয় সমস্যাটি নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। অতি উচ্চ গতিশক্তির কণাগুলো প্রথমে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আঘাত হানে। সরাসরি ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে না। তা ঘটলে পৃথিবীর জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যেত অনেক আগেই। সে জন্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অনেক বড় একটা ভূমিকা রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের বাতাস ও গ্যাসের অণুর সঙ্গে সংঘর্ষে ১০২০ গতিশক্তির কণাগুলো ভেঙে দুই টুকরা হয়ে যায়। তাদের শক্তিও হয়ে যায় অর্ধেক। খণ্ডিত কণাগুলোর এরপর আরও বাতাস ও গ্যাসের অণুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। তাতে দুই ভাগে খণ্ডিত কণাগুলো আবার ভেঙে যায়। তাদের শক্তি বিভক্ত হয়ে যায় চার ভাগে। বিজ্ঞানীদের হিসাবে, এভাবে ভাঙনপ্রক্রিয়া কয়েক ধাপে চলতে চলতে অতিউচ্চ গতিশক্তির কণার শক্তি বিশ্লিষ্ট হয়ে ১০৯ ইলেকট্রন ভোল্টের অসংখ্য কণা তৈরি হয়। কণার এই ঝরনাধারা সাধারণত এক বা দুই কিলোমিটার প্রশস্ত হয়ে ভূপৃষ্ঠের দিকে নেমে আসতে থাকে। এদের মধ্যে থাকে উচ্চশক্তির ফোটন (গামারশ্মি), ইলেকট্রন, পজিট্রন ও মিউয়ন। এ রকম বিস্তৃত ও শক্তিশালী ঝরনাধারা দেখেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, পৃথিবীতে অতি উচ্চশক্তির কোনো কণা আঘাত হেনেছে।

কিন্তু সমস্যা হলো, এক বা দুই মাইলজুড়ে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে পড়া কণার ঝরনা দেখার জন্য দরকার অনেক বড় টেলিস্কোপ বা ডিটেক্টর। কিন্তু এ রকম এক বা একাধিক মাইলজুড়ে কণা ডিটেক্টর তৈরি করতে আমরা সক্ষম হইনি। বিজ্ঞানীরা সে জন্য বিকল্প একটি পদ্ধতির আশ্রয় নেন। অনেকগুলো ছোট ছোট পার্টিকেল ডিটেক্টর বেশ দূরে দূরে বসিয়ে সামগ্রিকভাবে বড় একটা ডিটেক্টর তৈরি করেন। দক্ষিণ আমেরিকায় স্থাপিত পিয়ের অগার অবজারভেটরি এ রকমই একটি টেলিস্কোপ। প্রায় ৩ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ১ হাজার ৬০০টি ছোট ছোট পার্টিকেল ডিটেক্টর বসানো হয়েছে। এই বিশেষ টেলিস্কোপ দিয়ে সত্যিই বেশ বড় এলাকাজুড়ে অতি উচ্চগতির মহাজাগতিক রশ্মি শনাক্ত করার জন্য অনুসন্ধান চালানো সম্ভব। কিন্তু আগেই বলেছি, প্রতি হাজার বছরে প্রতি বর্গকিলোমিটারে এই অতি উচ্চগতিশক্তির কণাগুলো মাত্র একবার পাওয়া যায়। কাজেই বছরের পর বছর চেষ্টা করেও এই রহস্যের মীমাংসা করতে পারছেন না বিজ্ঞানীরা। আবার গোটা পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করলে ৩ হাজার বর্গকিলোমিটার বেশ ছোট একটা জায়গা। তাই দক্ষিণ আমেরিকায় টেলিস্কোপ তাক করে বিজ্ঞানীরা দিনরাত বসে থাকলেও, এই মুহূর্তে হয়তো পৃথিবীর অন্য কোথাও আঘাত হানছে ওই সব কণা। কাজেই সেটা শনাক্তের জন্য এর চেয়ে আরও বড় টেলিস্কোপ নির্মাণ করতে হবে। সেটা হতে পারে, গোটা পৃথিবীর সমান আকারের। কিন্তু সে জন্য দরকার প্রচুর অর্থ বরাদ্দ। বলে রাখা ভালো, অগার টেলিস্কোপের নির্মাণ খরচ প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে এত বড় টেলিস্কোপ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাচ্ছেন না বিজ্ঞানীরা। সব মিলিয়ে মহাজাগতিক রশ্মির রহস্যের কিনারাও করা যাচ্ছে না।

৪

বিজ্ঞানীরাও কম যান না। এই কণাগুলো পরীক্ষা করার সরাসরি সুযোগ না পেলেও তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনাতে তো বাধা নেই। তাই মাথা খাটিয়ে বেশ কজন বিজ্ঞানী এই মহাজাগতিক রশ্মির উৎস বোঝার চেষ্টা করেছেন। এতে কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী যে সৃজনশীল মানুষ, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। যেমন একদল বিজ্ঞানীর ধারণা, অতি উচ্চশক্তির কণাগুলো আসছে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা কোনো অতিভারী ও অতিশক্তিশালী কৃষ্ণগহ্বর থেকে। এসব কৃষ্ণগহ্বরের ভর হয়তো আমাদের সূর্যের চেয়ে কয়েক হাজার বা কয়েক লাখ গুণ বেশি হতে পারে। ওই কৃষ্ণগহ্বর তার চারপাশের সবকিছু অনবরত গিলে ফেলছে ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো। গিলে ফেলার অপেক্ষায় প্রতিনিয়ত তার চারপাশে জড়ো হচ্ছে বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও ধূলিকণা। সেগুলো কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘুরছে অকল্পনীয় প্রচণ্ড বেগে। সেগুলোর শেষ গন্তব্য অবশ্য কৃষ্ণগহ্বরের ক্রমবর্ধমান পেট। প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে গিয়ে এসব গ্যাস ও ধূলিকণা শক্তিশালী বলের প্রভাবে তীব্র বিকিরণ নিঃসরণ করছে। এই বিজ্ঞানীদের ধারণা, সেগুলোই বিপুল বেগে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ছুটে আসছে পৃথিবীতে। তবে এই ধারণা শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি। কারণ, হাতে গোনা যেসব অতি উচ্চশক্তির মহাজাগতিক রশ্মি আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি, তার উৎস গ্যালাক্সিকেন্দ্রের এসব কৃষ্ণগহ্বর নয় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কয়েক দশক আগে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, মহাবিশ্বের প্রায় ৬৮ ভাগ হলো গুপ্তশক্তি বা ডার্ক এনার্জি। কাজেই এই আবিষ্কার এমনও ইঙ্গিত দেয় যে মহাবিশ্বে আমাদের অজানা অন্য কোনো বল থাকতেও পারে। এর চেয়েও মজার ধারণা করেছেন আরেক দল বিজ্ঞানী। তাঁদের ধারণা, কোনো বুদ্ধিমান এলিয়েন প্রজাতির বিজ্ঞানীরা হয়তো মহাবিশ্বের কোথাও বসে বস্তুকণাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে ভাঙার গবেষণা করছেন। সেখান থেকেই কিছু কণা আমাদের পৃথিবীতে আছড়ে পড়ছে। আইডিয়াটা মজার, সন্দেহ নেই; কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। একদল বিজ্ঞানীর ধারণা আরও পাগলাটে। তাঁদের অনুমান, আমাদের মহাবিশ্ব হয়তো কোনো মহাজাগতিক কম্পিউটারের ভেতরে সিমুলেশনমাত্র। অনেকটা হলিউডের ম্যাট্রিক্স মুভির মতো। কোনো বড় মেটা—ইউনিভার্সের প্রাণীরা হয়তো আমাদের মহাবিশ্বে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। আমাদের মহাবিশ্বকে যে মহাজাগতিক কম্পিউটার চালাচ্ছে, তার কোনো ত্রুটির কারণে আমরা এসব মহাজাগতিক রশ্মি দেখতে পাচ্ছি বলে সন্দেহ করেন এই বিজ্ঞানীরা। এই ধারণায় বিশ্বাস করবেন কি না, তা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এভাবেই ছুটে আসা মহাজাগতিক কণারা ভেঙে যায় বায়ুমণ্ডলে এখন পর্যন্ত আমাদের জানা সব মহাজাগতিক বস্তু এবং প্রকৃতির বল ব্যবহার করে এই মহাজাগতিক রশ্মি ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু অনেক দিন ধরেই সেটা অমীমাংসিত রহস্য হিসেবেই রয়ে গেছে। তাই অনেকে মনে করেন, নতুন কোনো অনাবিষ্কৃত বল হয়তো এই মহাজাগতিক রশ্মির জন্য দায়ী। কয়েক দশক আগে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, মহাবিশ্বের প্রায় ৬৮ ভাগ হলো গুপ্তশক্তি বা ডার্ক এনার্জি। কাজেই এই আবিষ্কার এমনও ইঙ্গিত দেয় যে মহাবিশ্বে আমাদের অজানা অন্য কোনো বল থাকতেও পারে। ব্যাপারটা একেবারেই অমূলক নয়। তবে এটা এখনো স্রেফ কল্পনা, বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। কে জানে, মহাজাগতিক রশ্মি মীমাংসা করতে গিয়ে ভবিষ্যতের কোনো বিজ্ঞানী হয়তো নতুন বল আবিষ্কার করে বসবেন। কিংবা উন্মোচন করবেন জ্ঞানের নবদিগন্ত। কোটি কোটি আলোকবর্ষ পাড়ি দিয়ে বুলেটের মতো ছুটে আসা এই মহাজাগতিক ধাঁধার সমাধান হয়তো সেদিন পাওয়া যাবে হাতের মুঠোয়। সেটিই হয়তো হবে মহাবিশ্বের নতুন তথ্যভান্ডার। তার অর্থ উদ্ধার করবেন নতুন প্রজন্মের নবীন বিজ্ঞানীরাই। তাঁদের নিয়ে আমরা আশাবাদী।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় এক দিবসীয় কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।

ভারত ও অ্যাঙ্গোলা কৃষি, ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ও সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তি বিনিময় করল

নয়াদিল্লি, ৩ মে : ভারত ও অ্যাঙ্গোলা কৃষি, ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা, সংস্কৃতি এবং প্রতিরক্ষা সহ একাধিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক বিনিময় করেছে।

এই চুক্তিগুলি আজ নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি জোয়াও ম্যানুয়েল গঞ্জালভেস লোরেনসো-এর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল পর্যায়ের বৈঠকের পর বিনিময় করা হয়।

বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব দম্মু রবি সাংবাদিকদের জানান, অ্যাঙ্গোলা ভারত থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনবে, এবং এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই ভারতীয় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনা চলছে।

তিনি আরও জানান, রাষ্ট্রপতি লোরেনসো ভারতের মাটিতে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করেছেন এবং ভারতের জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "সন্ত্রাসবাদ মানবজাতির জন্য এক গুরুতর হুমকি" এবং তিনি পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পর অ্যাঙ্গোলার সহানুভূতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারত সন্ত্রাসবাদ এবং এর পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রী জানান, অ্যাঙ্গোলার সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য ভারত ২০০ মিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা ঋণ অনুমোদন করেছে এবং এই প্রক্রিয়ায় ভারত অ্যাঙ্গোলার সেনা সদস্যদের প্রশিক্ষণে সহায়তা করবে।

এই সফরটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি রাষ্ট্রপতি লোরেনসোর ২০১৭ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম ভারত সফর। এটি ভারত-অ্যাঙ্গোলা কূটনৈতিক সম্পর্কের ৪০ বছর এবং অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আফ্রিকান ইউনিয়নের সভাপতি হওয়ার জন্য অ্যাঙ্গোলাকে শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন, "ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বকালে আফ্রিকান ইউনিয়নকে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।"

রাষ্ট্রপতি লোরেনসো বলেন, "৩৮ বছরের মধ্যে এই প্রথম কোনও রাষ্ট্রপতির ভারত সফর অ্যাঙ্গোলার জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।" তিনি ভারতীয় আতিথেয়তা ও উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সকালেই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর রাষ্ট্রপতি লোরেনসোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, "রাষ্ট্রপতির উষ্ণ মনোভাব ও পারস্পরিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় অত্যন্ত মূল্যবান।"

রাষ্ট্রপতি লোরেনসো তিন দিনের সফরে গতকাল নয়াদিল্লি পৌঁছান। আজ সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা, এরপর রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ও নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হবে।

আগামীকাল তিনি ব্যবসায়িক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন, যার লক্ষ্য ভারত-অ্যাঙ্গোলা মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদার করা।

পাকিস্তান ৪৫০ কিমি রেঞ্জের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র 'আবদালি'র পরীক্ষা চালালো

নয়াদিল্লি, ৩ মে : ভারত সরকার যখন পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার পরিকল্পনাকে "বেপরোয়া উস্কানিমূলক পদক্ষেপ" বলে মন্তব্য করেছে, ঠিক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনী শনিবার 'আবদালি' নামক ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে, যার পাল্লা ৪৫০ কিলোমিটার।

পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই উৎক্ষেপণের লক্ষ্য ছিল 'সেনা সদস্যদের প্রাসঙ্গিক যুদ্ধ-সজ্জার প্রস্তুতি যাচাই করা' এবং ক্ষেপণাস্ত্রটির 'উন্নত ন্যাভিগেশন সিস্টেম ও বাড়তি কৌশলগত গতিশীলতার' প্রযুক্তিগত দিকগুলি যাচাই করা।

'আবদালি' একটি ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, যা ইতিমধ্যে পাকিস্তানের কৌশলগত বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডারে যুক্ত রয়েছে। যদিও আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের বিবৃতিতে নতুন কোনও স্পেসিফিকেশন জানানো হয়নি। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এবারের পরীক্ষায় ক্ষেপণাস্ত্রটির পরিসর পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে এর পাল্লা ছিল আনুমানিক ১৮০-২০০ কিমি।

গোপন সূত্রের বরাতে জানা গেছে, পাহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তান আরব সাগরে তৎপরতা বৃদ্ধি করে, নৌবাহিনীর সতর্কতা জারি করে এবং নিয়ন্ত্রণ রেখা (জুদ্রঙ্ঘ) ও আন্তর্জাতিক সীমান্তে বারংবার সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। "এই পরিস্থিতিতে এমন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা পরিকল্পিত উস্কানিমূলক কার্যকলাপ ছাড়া আর কিছু নয়, " বলেছে ভারতের এক শীর্ষ নিরাপত্তা সূত্র।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর জানিয়েছে, 'আবদালি' ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার এই সফল প্রশিক্ষণ উৎক্ষেপণ 'ইন্ডাস মহড়া'র অংশ ছিল। মহড়ার কোডনেমও ইঙ্গিত দেয় ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের সাম্প্রতিক উত্তেজনার দিকে, বিশেষ করে ভারতের ইন্ডাস পানি চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে।

উৎক্ষেপণ পর্যবেক্ষণে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ডের কমান্ডার, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানস ডিভিশনের সিনিয়র কর্মকর্তা, এবং পাকিস্তানের কৌশলগত সংস্থার বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ, যৌথ বাহিনী প্রধান, ও তিন বাহিনীর প্রধানরা যৌথ বিবৃতিতে "পাকিস্তানের কৌশলগত বাহিনীর প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও প্রস্তুতির উপর পূর্ণ আস্থা" প্রকাশ করেন এবং বলেন যে "যেকোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় পাকিস্তান সর্বদা প্রস্তুত"।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের শুরু পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনী প্রায় ১৫ বার ২০২১ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। এর মধ্যে সর্বশেষ সংঘর্ষই ছিল ২০২১ সালের পর সবচেয়ে বড় সীমান্ত উত্তেজনার উদাহরণ।

দুই দেশই সম্প্রতি একাধিক সামরিক মহড়া চালিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাহেলগাম হামলার পর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে 'সম্পূর্ণ অপারেশনাল স্বাধীনতা' দিয়েছেন সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায়। অন্যদিকে, পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক ডার জানান, তার দেশ কোনও উত্তেজক পদক্ষেপে যাবে না, তবে ভারতের যেকোনো আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ডের "কঠোর জবাব" দেবে।

সিপাহিজলার নৌকাঘাট এলাকায় উল্টে গেল পণ্যবাহী জীপ

আগরতলা, ৩ মে — সিপাহিজলা জেলার নৌকাঘাট এলাকায় আজ জাতীয় সড়কে একটি পণ্যবাহী জীপ উল্টে যায়। বিলোনিয়া ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আগরতলা রেল স্টেশনের দিকে আসার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

গাড়ির চালক জানিয়েছেন, নৌকাঘাট এলাকায় একটি বাসকে ওভারটেক করার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকার্য শুরু করে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের সদস্যরা। দীর্ঘ চেষ্টার পর উল্টে যাওয়া জীপটিকে তুলতে সক্ষম হয় পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িতে চালক ছাড়াও কয়েকজন শ্রমিক ছিলেন। সৌভাগ্যবশত, কারো গুরুতর আঘাত লাগেনি।

সহকর্মীর বাইক থেকে ছিটকে পড়ে আহত শিক্ষিকা

আগরতলা, ৩ মে : সহকর্মীর বাইক থেকে ছিটকে পড়ে আহত হয়েছে এক শিক্ষিকা। ওই ঘটনায় বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাথে সাথে দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে ব্রজপুর হাইস্কুলের শিক্ষিকা নয়নতারা বেগম সহকর্মীর বাইকে চেপে আগরতলা বাড়ির উদ্দেশ্যে আসছিলেন।বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকায় আসামাত্রই সহকর্মীর বাইক থেকে ছিটকে পড়েন তিনি। সাথে সাথে প্রত্যক্ষদর্শীরা দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

পঞ্চদশ অর্থকমিশনের টাইড ফান্ডের বকাফা ব্লকে উন্নয়নমূলক কাজ

আগরতলা, ৩ মে: পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাইড ফান্ডের অর্থে গত অর্থবছরে বকাফা ব্লকে বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করা হয়েছিল।এরমধ্যে ব্লকের লাউগাঙ পঞ্চায়েতের অধীন সোনারটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি নতুন পাকা জলের ট্যাঙ্ক তৈরি হচ্ছে। তাতে ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮৫৩ টাকা। এছাড়া উক্ত অর্থ কমিশনের আনটাইড ফান্ডের অর্থে গত অর্থবছরে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বেতাগা পঞ্চায়েতের অধীন বেতাগা এইচএস স্কুলের রান্নাঘরের মেরামত চলছে। তাতে ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৬৮ টাকা। বকাফা ব্লক কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

২০২৪-এ শ্রীনগরের সানডে মার্কেট গ্রেনেড হামলায় তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দায়ের করলো এনআইএ

নয়াদিল্লি, ৩ মে: ২০২৪ সালের ৩ নভেম্বর শ্রীনগরের ব্যস্ত সানডে মার্কেটে সংঘটিত গ্রেনেড হামলার ঘটনায় তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দায়ের করেছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (জ্ঞুজ্ঞঙ)। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আইএসআইএস/আইএসজেকের সঙ্গে যুক্ত এই তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জাম্মুর এনআইএ বিশেষ আদালতে অভিযোগপত্র জমা পড়েছে। এক জন নারী নিহত এবং একাধিক সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছিলেন এই হামলায়।

এনআইএ-র মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানান, অভিযুক্ত শেখ উসামা ইয়াসিন, উমর ফয়জ শেখ এবং আফনান মনসুর নায়েকের বিরুদ্ধে অপ্রচলিত কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৬৭ (ডজ্ঞঞঙ), বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ও ভারতীয় ন্যায় সঞ্জাতা (ক্ষজ্ঞছ)-এর উপযুক্ত ধারায় চার্জশিট দায়ের করা হয়েছে।

তিন অভিযুক্তই বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। শেখ উসামা ও উমর ফয়জকে হামলার মাত্র চার দিন পর, অর্থাৎ ৭ নভেম্বর গ্রেফতার করা হয়। পরদিন ৮ নভেম্বর আফনান নায়েককেও গ্রেফতার করা হয়, যিনি হামলার ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ভারতে যুদ্ধ ঘোষণার লক্ষ্যে পরিকল্পিত জঙ্গি হামলার অংশ হিসেবে নিরাপত্তাবাহিনী ও সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করার চেষ্টা করেছিলেন।

মুখপাত্র আরও জানান, তদন্তে উঠে এসেছে, এই তিনজন মিলে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে গ্রেনেড হামলার পরিকল্পনা, ষড়যন্ত্র ও বাস্তবায়ন করেন। হামলাটি ছিল সীমান্ত পারের সহায়তায় পরিচালিত জঙ্গি সংগঠনগুলির বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ, যার উদ্দেশ্য ছিল উপত্যকায় জনশৃঙ্খলা নষ্ট করা এবং হিংসাত্মক আদর্শ প্রচার করা।

এই মামলার (মামলা নম্বর আরসি-০১/২০০৫/এনআইএ/জেএমইউ) তদন্ত চলমান রয়েছে। এনআইএ জানিয়েছে, হামলার পেছনে থাকা বৃহত্তর জঙ্গি নেটওয়ার্ক শনাক্ত করতে তদন্তে গতি আনা হয়েছে।

পাকিস্তানি নারীকে বিয়ে, নিরাপত্তা প্রোটোকল লঙ্ঘনের দায়ে সিআরপিএফ কনস্টেবল বরখাস্ত

নয়াদিল্লি, ৩ মে : পাকিস্তানি নারীকে গোপনে বিয়ে ও নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর (সিআরপিএফ) কনস্টেবল (সিটি/জিডি) মুনির আহমেদকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'জাতীয় নিরাপত্তার গুরুতর উদ্বেগ' সৃষ্টি হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। সিআরপিএফ-এর ৪১তম ব্যাটালিয়নে কর্মরত আহমেদ বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীরে পোস্টেড। গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে উঠে আসে, আহমেদ ২৪ মে, ২০২৪-এ হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলে পাকিস্তানি নাগরিক মেনাল খানের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন করেন, অথচ বৈদেশিক নাগরিককে বিবাহের জন্য যে সরকারি অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক, তা তিনি গ্রহণ করেননি। সরকারি বিধিনিষেধ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় নাগরিক পরিষেবা আচরণ বিধির ২১(৩) নম্বর নিয়ম অনুযায়ী, কোনও সরকারি কর্মচারী বিদেশি নাগরিককে বিয়ে করার আগে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। মুনির আহমেদ সেই নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন বলে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। সূত্র জানায়, এই বিয়ে শুধু চাকরির আচরণবিধি লঙ্ঘনই নয়, বরং বর্তমান ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য হুমকি হিসেবেও বিবেচিত হয়েছে। বিশেষ করে পাহেলগাম হামলার মতো সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী ঘটনার পর এই ধরনের পদক্ষেপ আরও স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে।

তদন্তে আরও প্রকাশ, পাকিস্তানি নাগরিক মেনাল খান পর্যটক ভিসায় ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন এবং তাঁর ভিসার মেয়াদ ২২ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু মুনির আহমেদ তাঁর স্ত্রীর অতিরিক্ত অবস্থান সম্পর্কে দপ্তরকে কোনও তথ্য দেননি। আহমেদ দাবি করেন, মেনাল দীর্ঘমেয়াদী ভিসার জন্য আবেদন করেছেন, কিন্তু সেই তথ্যও বিভাগীয়ভাবে জানানো হয়নি যা আরেকটি গুরুতর নিয়ম লঙ্ঘন হিসেবে ধরা হয়েছে। সিআরপিএফ-এর জম্মু ও কাশ্মীর জোনের তরফে আগে থেকেই আহমেদের আবেদন খারিজ করে এনওসি (অনাপত্তি পত্র) না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সীমান্ত সংবেদনশীলতা ও নীতিগত উদ্বেগের কথা মাথায় রেখে। ঘটনার পর, ভারত সরকারের নির্দেশে মেনাল খানকে ওয়াঘা সীমান্তে নিয়ে গিয়ে দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

অরুণাচল প্রদেশের কামলে জেলায় খেলো ইন্ডিয়া মাল্টিপারপাস হলের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্য

নয়াদিল্লি, ০৩ মে।। উত্তর-পূর্বের ক্রীড়া পরিকাঠামোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের সূচক হিসেবে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডব্য আজ অরুণাচল প্রদেশের কামলে জেলায় খেলো ইন্ডিয়া মাল্টিপারপাস হলের উদ্বোধন করেছেন। এই উপলক্ষে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী কেন্টো জিনি ও ন্যাতো ডুকম এবং ২৫ রাগের বিধায়ক রোটম তেবিনও।

কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই "খেলো ইন্ডিয়া মাল্টিপারপাস হল"টি নির্মিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল এই অঞ্চলে মৌলিক স্তরের খেলাধুলাকে প্রচার করার জন্য অত্যাধুনিক পরিকাঠামো এবং প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদান করা। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমন্বিত এই হলটি বক্সিং, ব্যাডমিন্টন, জুডো, উশু, কারাটে, তায়কোয়ান্দো, ভারোত্তোলন, টেবিল টেনিস এবং ভলিবল সহ একাধিক ইনডোর খেলার ব্যবস্থা রয়েছে, যা এই অঞ্চলের তরুণ ক্রীড়াবিদদের পেশাদারি প্রশিক্ষণ নিতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সক্ষম করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. মাণ্ডব্য প্রত্যন্ত জেলাগুলিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য ভারতের সরকারের প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, 'এই উদ্যোগটি দেশের প্রতিটি কোণ থেকে প্রতিভা বিকাশের জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।' তিনি আরও বলেন, "অরুণাচল প্রদেশের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে, এবং এই ধরনের সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে আমরা যুবকদের খেলাধুলায় উজ্জ্বল হওয়ার এবং জাতি গঠনে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করতে চাই।'

স্থানীয় যুবক এবং ক্রীড়াবিদদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং তাদের এই সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছেন। বিশেষভাবে যুবকদের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে ফিটনেস, খেলাধুলা এবং শৃঙ্খলা সংহত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার শীর্ষ আধিকারিক, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গুণীজনেরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপির শাসন প্রশ্নে ভয় পায়, গ্লোবাল প্রেস ফ্রিডম সূচকে ভারতের র‍্যাঙ্কিং নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী স্টালিনের

নয়াদিল্লি, ৩ মে : বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবসে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এবং ডিএমকে নেতা এম কে স্টালিন। এক্স প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করে তিনি বলেন, সাংবাদিকতার উপর দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র, যার ফলেই গ্লোবাল প্রেস ফ্রিডম সূচকে ভারতের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। স্টালিনের কথায়, 'ভারত গ্লোবাল প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স-এ ১৫১ নম্বরে নেমে এসেছে। কেন?'এই প্রশ্ন তুলে বিজেপি সরকারের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, 'বিজেপি সরকার প্রশ্নকে ভয় পায়। সংবাদমাধ্যমের অফিসে হানা দেয়, সাংবাদিকদের গ্রেফতার করে এবং যাঁরা দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী নীতি নিয়ে মুখ খোলে, তাঁদের কণ্ঠরোধ করে।' স্টালিন আরও বলেন, শুধু সংবাদমাধ্যম নয়, সাধারণ নাগরিকের তথ্য জানার অধিকারও আজ সঙ্কটে। এই পরিস্থিতিকে গণতন্ত্রের পক্ষে এক গুরুতর হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি। তিনি লেখেন, 'এই বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবসে মনে করিয়ে দিতে চাই, সাহসী সাংবাদিকতা ছাড়া গণতন্ত্র অন্ধকারেই ডুবে যায়। তাই আমাদের প্রেসের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবেশুধু সাংবাদিকদের জন্য নয়, সমস্ত নাগরিকের জানার ও প্রশ্ন তোলার অধিকার রক্ষার জন্য।' প্রসঙ্গত, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (ট্রুচ্ছ)-এর প্রকাশিত ওয়ার্ল প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে ভারতের র‍্যাঙ্কিং ধারাবাহিকভাবে নিম্নগামী। ২০২০ ও ২০২১ সালে ছিল ১৪২, যা ২০২২-এ নেমে আসে ১৫০ তে, ২০২৩ সালে আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায় ১৬১-তে, এবং ২০২৪ সালে অল্প উন্নতি করে ১৫৯-এ পৌঁছেছে।

PNIe-T No:- 03/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26

e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online bidding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No:-14/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 68,92,911.00	₹ 1,37,858.00	Upto 3.00 P.M on 22.05.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 22.05.2025 If possible

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ eedwssbm@gmail.com
(For and on behalf of Governor of Tripura)
ICA/C-389/25

(Er. R. Barma)
Executive Engineer DWS Division,
Sabroom South Tripura District

Agartala Municipal Corporation
Electrical DIVISION,
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation on behalf of the 'Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

S L NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	Time For Comple-tion	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
1	DNIeT-EE(Elect)/AMC/ 06/2025-26	Rs. 2,11,590.00	Rs. 4,232.00	15(Fifteen) days	Date:-07-05-2025 Time: 15:00 Hrs.
2	DeT-EE Sect)/A 1C/07/ 2025-26	Rs. 4,61,611.00	Rs. 9,232.00	15(Fifteen) days	Date:-07-05-2025 Time: 15:00 Hrs.

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal
https://tipuratenders.gov.in

For and on behalf of the ton'ble Mayor,AMC
Sd/-
Executive Enginee
Electrical Division
Agartala Municipal Carquration

PNIC-T No:- 01/PNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26

e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online bidding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIT No. : 01/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 52,71,492.00	₹ 1,05,430.00	Upto 3.00 P.M on 13.05.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 13.05.2025 If possible
2	DNIT No. : 02/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 19,96,151.00	₹ 39,923.00			
3	DNIT No. : 03/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 23,62,408.00	₹ 47,248.00			
4	DNIT No. : 04/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 22,12,724.00	₹ 44,254.00			
5	DNIT No. : 05/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 8,37,844.00	₹ 16,757.00			
6	DNIT No. : 06/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 14,04,607.00	₹ 28,092.00			
7	DNIT No. : 07/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 3,49,217.00	₹ 6,984.00			
8	DNIT No. : 08/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 5,11,605.00	₹ 10,232.00			
9	DNIT No. : 09/DNIeT/EE/DWS/BLN/2025-26	₹ 2,26,822.00	₹ 4,536.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work
https://etenders.gov.in/eprocure/app seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ dwsdivisionbelonia@gmail.com/ eedwsdivbln@yahoo.in
ICA/C/398/25

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer DWS Division, Belonia,
South Tripura District, Tripura

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মরশুম বদলের সময়েও স্বাস্থ্য ভালো রাখে খেজুর

একাধিক পুষ্টিগুণে ভরপুর খেজুর ড্রাই ফ্রুটের মধ্যে বেশ উল্লেখ্য। তবে কেবল শীতকালই নয়, অন্যান্য ঋতুতেও খেজুর স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। তবে এটি খাওয়ার সময় কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি।

মরশুম বদলের সময়ে কমবেশি সকলেরই শরীর খারাপ হয়ে থাকে। এদিকে চলতি বছর বসন্তকাল এসে গেলেও দিনে গ্রীষ্মের গরম আর রাতে শীতের ঠান্ডা অনুভব হচ্ছে অনেক জায়গায়। ফলে ঠান্ডা গরমের খেলে প্রভাব পড়ছে শরীরের ওপর। জ্বর-সর্দি-কাশি-গা ম্যাচ ম্যাচে ছোট থেকে বড় আক্রান্ত অনেকেই। এক্ষেত্রে শরীর সুস্থ্য রাখতে বড় ভরসা হতে পারে মিক্সড ড্রাই ফ্রুটস। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকারী খেজুর।

শীতকালই নয়, অন্যান্য ঋতুতেও খেজুর স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী

স্বাস্থ্যের উপকারে খেজুর ড্রাই ফ্রুট - অনেকেই শীতকালে নিয়মিত খেজুর ড্রাই ফ্রুট খেয়ে থাকেন শরীর চাঙ্গা রাখার জন্য। তবে অনেকেরই ধারণা এই ড্রাই ফ্রুটস উপকারী শীতের মরশুমের জন্যই। তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খেজুর বসন্ত মৌসুমের ফল না হলেও গ্রীষ্মের সঙ্গে খেজুরের কোনও বিরোধ নেই। বরং মুরশুমী অসুখ থেকে দ্রুত সুস্থ্য হতে এবং রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে এই ড্রাই ফ্রুটস। দেখে নিন কী কী স্বাস্থ্য উপকার পাওয়া যায় খেজুর থেকে।

ব্রেনের সুপারফুড- ব্রেন ফাংশন বাড়ানোর কাজে একাই একশো খেজুর। কারণ, এই ড্রাই ফ্রুটসে এমন কিছু ফ্ল্যাভানয়েডস রয়েছে যা মস্তিষ্কের প্রদাহ প্রশমিত করার কাজে সিদ্ধহস্ত। আর এই কারণেই নিয়মিত খেজুর খেলে বাড়বে স্মৃতিশক্তি। এমনকী এড়িয়ে চলা যাবে অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগের ফাঁদ।

রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে - রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে খেজুর বেশ উপকারী। যাঁদের রক্তে হিমগ্লোবিনের মাত্রা কম রয়েছে, তাঁরা নিয়মিত খেজুর খেতে পারেন। খেজুর খেলে রক্তাল্পতার রোগীদের শারীরিক শক্তিও বাড়বে। ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার পর অনেক মহিলাই রক্তাল্পতায় ভোগেন। তাঁদের ডায়েটেও খেজুর রাখা জরুরি।

হাড়কে শক্ত করে - অনেকেই বয়স ৩০-এর গণ্ডি পেরনো মাত্রই অস্টিওপোরোসিস এবং অস্টিওআর্থাইটিসের মতো হাড়ের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। এক্ষেত্রে হাড়ের যত্ন নিতে পারে খেজুর। এই ড্রাই ফ্রুটসে রয়েছে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসফরাস, ক্যালশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম। আর এই সমস্ত উপদান হাড়ের জোর বাড়ানোর কাজে সিদ্ধহস্ত।

রাতে ঘুম ভালো হয় - খেজুর শরীরে মেলাটোনিন হরমোন নিঃসরণে সহায়তা করে, যার ফলে রাতে ভাল ঘুম হয়। তাই মানসিক চাপে অনিদ্রাজনিত সমস্যা এড়াতে রোজ খেজুর খেতে পারেন।

মুরশুমী অসুখ থেকে দ্রুত সুস্থ্য হতে এবং রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে খেজুর মুরশুমী অসুখ থেকে দ্রুত সুস্থ্য হতে এবং রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে খেজুর

সুগার নিয়ন্ত্রণ করে - ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খেজুর। তাই ডায়াবিটিস রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ মতো দিনে ২ থেকে ৩টি খেজুর খেতেই পারেন।

সংক্রমণের ঝুঁকি কমায় - মরশুম বদল মানেই ভাইরাল সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। এক্ষেত্রে সংক্রমণ ঠেকাতেও ডায়েটে রাখতে পারেন খেজুর। শরীরের রোগ-প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করতে খেজুর দারুণ উপকারী। যাঁদের অ্যালার্জির ধাত রয়েছে, তাঁরাও খেজুর খেলে উপকার পাবেন।

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে - অনেকেরই রোজ সকালে পেট পরিষ্কার হয় না। এই পরিস্থিতিতে রোজ রোজ ল্যাক্সেটিভ খাওয়ার পরিবর্তে দিনে ৪টে খেজুর খেলে উপকার মেলে। খেজুরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফাইবার থাকায় বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কম হয়। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগীর ডায়েটে এই ড্রাই ফ্রুট থাকাটা মাস্ট।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে - জলদি ওজন ঝরাতে যাঁরা জিমে যাওয়া শুরু করেছেন, তাঁরাও ডায়েটে খেজুর রাখতে পারেন। পরিমিত মাত্রায় খেজুর খেলে ওজন বাড়ে না। তাই শরীরচর্চার আগে চাঙ্গা হতে ও শরীরচর্চার পর ক্লান্তি কাটাতে খেতেই পারেন খেজুর।

ত্বকের যত্ন নেয় - এই ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি এবং ডি যা ত্বকের ইলাস্টিসিটি বজায় রাখে অর্থাৎ ত্বকের গঠন দৃঢ় রাখে। এর ফলে সহজে বলিরেখা বা রিঙ্কেলস দেখা যাবে না ত্বকে। এছাড়াও ত্বক মোলায়েম রাখতে সাহায্য করে খেজুর।

১০০ গ্রাম খেজুরে রয়েছে ৭ গ্রাম ফ্রাইবার, ২ গ্রাম প্রোটিন, ১৫ শতাংশ পটাসিয়াম, ১৩ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম উপকারের পেতে কখন, কীভাবে খাবেন খেজুর?

পুষ্টিবিদরা বলছেন, রোজ খেজুর খাওয়া ভালো তবে এটি খাওয়ার সময় কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। কারণ, খেজুরে চিনির পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে একসঙ্গে বেশি খেজুর খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তাই খেজুরের পরিমাণের উপর নজর রাখা জরুরি। ২-৪টে খেজুর খেয়ে নিলে উপকার মিলবে বেশি। দিনের যে কোনও সময়ে খেজুর খাওয়া গেলেও সকালে ভিজিয়ে রাখা খেজুর খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ভাল। মরশুম বদলের সময়ে তাপমাত্রার হেরফেরের কারণে অনেকেরই দৈহিক তাপমাত্রা কমে যায়। এক্ষেত্রে ঠান্ডা কাটিয়ে শরীর উষ্ণ বা গরম রাখতে অর্থাৎ দৈহিক তাপমাত্রা সঠিকভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করে এই খেজুর। প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, গ্লুকোজ, সুক্রোজ, ফ্রুক্টোজ থাকে খেজুরের মধ্যে। অনেকেই শীতে মিক্সড ড্রাই ফ্রুটস এর মধ্যে খেজুর খেয়ে থাকেন। তবে শীতকাল চলে যেতেই তা খাওয়া বদনঃ করে দেন। পুষ্টিবিদরা বলছেন, ১০০ গ্রাম খেজুরে রয়েছে ৭ গ্রাম ফ্রাইবার, ২ গ্রাম প্রোটিন, ১৫ শতাংশ পটাসিয়াম, ১৩ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম,৪০ শতাংশ কপার, ১৩ শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ, ৫ শতাংশ আয়রন ও ভিটামিন বি-৬ রয়েছে ১৫ শতাংশ। ফলে সারাবছরই খেজুর খাওয়া যায়। এর পাশাপাশি বসন্তে শরীর সুস্থ্য রাখতে বসন্ত মৌসুমের ফল ও ডায়েটে রাখা ভালো।

ধুলোর সংস্পর্শে আসতেই শুরু হাঁচি?

যে হারে ক্রমে বায়ু দূষণ বাড়ছে, ধুলো-বালি-ধোঁয়াতে বাড়ছে ডাস্ট অ্যালার্জি আক্রান্তর সংখ্যাও। এই সমস্যায় অনেকেই ভুগে থাকেন। এই অ্যালার্জি মূলত ধুলো, ধোঁয়া এসব থেকেই হয়ে থাকে। যার ফলে একটু ধুলোর সংস্পর্শে এলেই হাঁচি-কাশি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বাইরের দূষণকে কোনওভাবেই প্রতিরোধ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে রাস্তায় বেরোলে মাস্ক পরতেই হয়। কিন্তু অনেক সময় নিজের ঘরে বসেও হাঁচি-কাশি শুরু হয়ে যায়। এই অ্যালার্জি সাধারণত ভয়াবহ হয় না। তবে কিছুক্ষেত্রে চিকিৎসা না করলে এটি বড়সড় সমস্যার আকার ধারণ করতে পারে। আপনারও যদি ডাস্ট অ্যালার্জি থাকে তাহলে দেখে নিন কীভাবে এই সমস্যা থেকে আরাম পাবেন।

ডাস্ট যখন আমাদের নাসারন্ধ্রের বা চোখের সংস্পর্শে আসে তখন অনেকের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হয় ডাস্ট অ্যালার্জির কারণ ও লক্ষণ বাতাসে যে ধুলাবালি, বালুকণা, বিভিন্ন ধোঁয়া, কেমিক্যাল, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া থাকে এগুলোকে ডাস্ট বলা হয়ে থাকে। এসব ডাস্ট যখন আমাদের নাসারন্ধ্রের বা চোখের সংস্পর্শে আসে তখন অনেকের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হয়। প্রথমে সামান্য রিঅ্যাকশন হয়, এরপর যখন আবার নাক কিংবা চোখের সংস্পর্শে ডাস্ট আসে তখন অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন বেশি হয়। শীতকালে এবং বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তনের সময় বাতাস অনেক বেশি শুষ্ক থাকে। তখন বাতাসে এই ডাস্টের পরিমাণ বেড়ে যায়, ফুলের রেণু, বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এগুলো খালি চোখে সবসময় দেখা যায় না। যে কারণে এই সময়ে ডাস্ট অ্যালার্জির মাত্রাও বেড়ে যায় অন্য সময়ের তুলনায়। যদিও কমবেশি অনেকেরই এই অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দেয়। তবে অ্যালার্জির সমস্যা কারো কারো বংশগতও হতে পারে। পরিবারে কারো যদি অ্যালার্জির সমস্যা থাকে তাহলে তাদের অ্যালার্জির মাত্রা বেশি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ডাস্ট থেকে যে অ্যালার্জি যেসব উপসর্গ দেখা যায়- ডাস্ট অ্যালার্জির কারণে অনেকের নাক দিয়ে অনবরত জল পড়ে। প্রথমে কম হয়, ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। অনবরত হাঁচি হয়। কারো কারো সর্দি হয়, কাশি হয়। কারো কারো বুক চেপে আসে। ডাস্ট যদি শ্বাসনালীর নিচের দিকে আসে তাহলে অনেকের অ্যাজমার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। অনেকের শ্বাসকষ্ট হয়। ডাস্ট চোখের সংস্পর্শে আসলে চোখ চুলকায়, লাল হয়ে যায়, জল পড়ে, এমনকি এর থেকে কনজাংটিভাইটিসও হতে পারে।

ত্বকের সংস্পর্শে আসলে ত্বকে চুলকানি, র‍্যাশ ও বিভিন্ন চর্মরোগ হতে পারে। ডাস্টের সঙ্গে ক্যামিকেল মিশ্রিত থাকলে ক্যামিকেল রিঅ্যাকশন হতে পারে শরীরে। ডাস্টের সঙ্গে ছত্রাক, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া মিশে থাকে। ডাস্টে বিভিন্ন রোগের জীবাণু মিশে থাকার ফলে বিভিন্ন রোগ হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। যেমন- যক্ষ্মার জীবাণু থাকলে যক্ষ্মা হতে পারে, ভাইরাল ডিজিজ হতে পারে। ত্বকের সংস্পর্শে আসলে ত্বকে চুলকানি, র‍্যাশ ও বিভিন্ন চর্মরোগ হতে পারে ডাস্ট অ্যালার্জির প্রতিকার। যাদের অ্যালার্জির মাত্রা বেশি থাকে তাদের বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব। তবে বলা বাহুল্য অ্যালার্জির সমস্যা কখনো পুরোপুরি সেরে যায় না। তাই অ্যালার্জিকে প্রতিরোধ করাই সবচেয়ে ভালো উপায়। এক্ষেত্রে যেসব বিষয় মেনে চললে অ্যালার্জি প্রতিরোধ করা যেতে পারে- ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং ঘর পরিষ্কার করার সময় অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। ঘরের বাইরে গেলেও সবসময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। যথাসম্ভব ধুলাবালি এড়িয়ে চলতে হবে। বাইরে থেকে এসে মুখ, হাত-পা জল দিয়ে ধুতে হবে। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে নিজেকে। প্রতিদিনের ব্যবহৃত পোশাক ময়লা হলে নিয়মিত ধুতে হবে ভালোভাবে। প্রতিদিন ব্যবহৃত বালিশ, মশারি মাঝেমাঝে রোদে দিতে হবে। বিছানার চাদর, বালিশের কাভার, মশারি ময়লা হলে ধুয়ে নিতে হবে। সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। পর্যাপ্ত সময় ঘুমাতে হবে। ধূমপান ও অ্যালকোহল পরিহার করতে হবে। অ্যালার্জির সমস্যার বিরুদ্ধে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলবে যেসব খাবার

বাদাম: শুকনো ফল এবং বাদাম শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যে উন্নতি করে সে কথা সবাই জানে। শুকনো ফল এবং বাদাম রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে যার ফলে অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই রোজ নিয়ম করে কাজু, আখরোট, কাঠবাদাম খাওয়ার চেষ্টা করুন।

গ্রিন টি: অর্গানিক গ্রিন টি রোজ খাওয়া শরীরের জন্য ভালো। স্বাস্থ্যবিদরা পরামর্শ দেন দিনে দু-তিন বার অর্গানিক গ্রিন টি খাওয়ার জন্য। এর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট অ্যালার্জির সমস্যার সঙ্গে লড়তে সাহায্য করে। চোখে লাল ভাব, র‍্যাশ বেরোনোর সমস্যা রুখতে এটি বিশেষ কার্যকর। হলুদ: কাঁচা হলুদ এ অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল গুণ অ্যালার্জি প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাই আপনার ধুলোবালিতে অ্যালার্জি থাকলে রোজ নিয়ম করে গরম দুধে এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করুন। অথবা খেতে পারেন কাঁচা হলুদ। এতে উপকার বেশি পাবেন।

দুগ্ধজাত পদার্থ: খাওয়ার পাতে রাখুন টক দই, ছানা, লস্যি। এদের প্রোবায়োটিক উপাদান অসুখের জীবাণুর সঙ্গে যেমন লড়ে, তেমনই শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং, ধুলোবালি থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

দারচিনি: হেঁশেলের এই মশলাটিও শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। রোজের ডায়েটে দারচিনি দেওয়া চা রাখতে পারেন। এতে শরীর থেকে দূষিত পদার্থগুলি দূর হবে আর অ্যালার্জির সমস্যা থেকেও রেহাই পাবেন। জলের ভিতরেও একটি দারচিনির টুকরো ফেলে রেখে দিতে পারেন। তার পর সারা দিন ধরে সেই জলে চুমুক দিলেও উপকার পাবেন আপনারও যদি ডাস্ট অ্যালার্জি থাকে তাহলে ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি সুষম খাবার খেতে হবে শিশু এবং বয়স্ক যারা, যাদের কোমরবিডিটি রয়েছে, অ্যাজমার সমস্যা রয়েছে এবং যাদের শরীরের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনের মাত্রা অনেক বেশি হয় তারা বাইরে কম যাবেন, জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হবে। বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন নিতে হবে। এগুলো অ্যালার্জি কমাতে সরাসরি প্রভাব ফেলে না। কিন্তু শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

ব্রেকফাস্টে পাউরুটিতে জ্যাম মাখিয়ে খান

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা দিনের শুরুতে জলখাবারে জেলি দিয়ে পাউরুটি খান কিংবা খালি পেটে মধু দিয়ে রসুন খান। পেট ভরাতে, শরীরে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে এমন অনেক খাবার আমরা খেয়ে থাকি। কিন্তু কোন খাবার আমাদের জন্য উপকারী আর কোনটা শরীরের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে, এটা অনেকেই জানি না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এমন কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়েও শরীরে গোলমাল দেখা দিচ্ছে। এটা হল ভুল খাবারের সংমিশ্রণের কারণে ঘটে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হজম ক্ষমতার জন্যও কিছু কিছু খাবারের সংমিশ্রণ শরীরের উপর প্রভাব ফেলে। আমরা সকলেই সুস্থ জীবনযাপন করতে চাই। এর জন্য কোন খাবারের সংমিশ্রণগুলো এড়িয়ে চললে ভাল, জেনে নিন

জ্যাম ও পাউরুটি- ব্রেকফাস্টে অনেকেই পাউরুটিতে জ্যাম মাখিয়ে খান। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এই খাবারের সংমিশ্রণ শরীরের জন্য ভাল নয়। পাউরুটিতে প্রোটিন ও ফ্যাট কম রয়েছে এবং কার্ব বেশি মাত্রায় রয়েছে। অন্যদিকে, জ্যামের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চিনি রয়েছে যা আপনাকে এক ঘণ্টার জন্য শক্তি প্রদান করতে পারে। কিন্তু তারপরেই আপনার খিদে পাবে এবং মেটাবলিজম ধীর হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে এটি পেটের সমস্যা তৈরি করবে। চা কিংবা কফির সঙ্গে পালং শাকের পরোটা- পরোটার সঙ্গে চা-কফি খাওয়ার অভ্যাস বাঙালির বেশ পুরনো। এখন শীতের মরশুমে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে পালং শাকের পরোটাও নিশ্চয়ই রাঁধছেন। কিন্তু তা বলে পালং শাকের পরোটার সঙ্গে চা-কফি পান করবেন না। এতে শরীরে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চায়ের মধ্যে পলিফেনল ও ট্যানিন এবং কফির মধ্যে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড রয়েছে, যা শরীরকে আয়রন শোষণে বাধা দেয়। অন্যদিকে পালং শাক আয়রন সমৃদ্ধ। সুতরাং, এই সংমিশ্রণ আপনার শরীরে পুষ্টি ঘাটতি তৈরি করতে পারে।

দুধের সঙ্গে ফল- দুধ ও ফল দুটোই কিন্তু স্বাস্থ্যকর খাবার। কিন্তু এই দুটো একসঙ্গে খেলে আর 'স্বাস্থ্যকর' থাকবে না। অনেকেই দুধে বিভিন্ন ফল দিয়ে স্মুদি বানান। এই ভুল একদম নয়। বিশেষত লেবু জাতীয় ফল, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল দুধের সঙ্গে খাবেন না। এতে দুধ এবং ফল উভয়েরই পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

পিতার সঙ্গে সোডা- পিতা অর্ডার করার সঙ্গে এক বোতল ঠান্ডা সোডাযুক্ত পানীয়ও অর্ডার করে দেন। এই ভুল আমরা প্রায়শই করে থাকি। কিন্তু এটা আমাদের শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। পিতার সঙ্গে সোডাযুক্ত পানীয় আমাদের হজম স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। এতে হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

হাঁসের মাংসের মালাইকারি

কনকনে শীতে হাঁসের মাংস আর গরম ভাত। এই জুটি কিন্তু শুধু গা গরম করবে না, সঙ্গে শীতের পেটপুজোয়ে একেবারে মন কেড়ে নেবে। কিন্তু অনেকে মনে করেন বাড়িতে হাঁসের মাংস বানানো বেশ কঠিন। এ ব্যাপারে রেস্তরাঁর শরণাপন্নই হতে হয়। চিন্তা নেই। খুব সহজে বাড়িতেও বানিয়ে ফেলতে পারবেন হাঁসের মাংসের মালাইকারি। যা যা লাগবে- হাঁস ২টো, নারকেলের দুধ ৬ কাপ, টক দই ১ কাপ, মিষ্টি দই ১ কাপ, কাঁচা দুধ ১ কাপ, পিঁয়াজ কুচি ১ কাপ, পিঁয়াজ বাটা আধা কাপ, আদা বাটা ৪ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ চা-চামচ, বাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্তদানা বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো ৮ চা-চামচ, মরিচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরম মশালার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো আধা চা-চামচ, দারুচিনি ৬ টুকরো, এলাচ ৬টি, লবঙ্গ ৬টি, তেজপাতা ৪টি, ঘি আধা কাপ, তেল এক কাপ, নুন পরিমাণ মতো, কাঁচা লঙ্কা ৫-৬টি, বেরেস্তা আধা কাপ। তৈরি করুন এভাবে- হাঁস পরিষ্কার করে চামড়াসহ টুকরোগুলো ধুয়ে জল ঝরিয়ে দুধ, হলুদ মেখে এক ঘণ্টা রাখতে হবে। তেল ও ঘি গরম করে তাতে পিঁয়াজ বাদামি রঙে ভেজে সব বাটা মশলা দিয়ে কষিয়ে মাংস দিয়ে কষাতে হবে। নুন, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা, লঙ্কা, গোলমরিচ, দই দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে ৫ কাপ নারকেলের দুধ ও ২ কাপ গরম জল দিয়ে ঢেকে রান্না করতে হবে। মাংস সেদ্ধ না হলে আরও জল দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল কমে গেলে এক কাপ নারকেলের দুধ, বেরেস্তা, গরম মশলা গুঁড়ো, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রেখে তেলের ওপর এলে মালাই দিয়ে নামাতে হবে। হাঁসের মাংসের মালাইকারি রুটি, নানরুটি, পরোটা, ভাত অথবা ভুনা খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়।

গা-ছমছমের দশ কাহন

কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়। লেখিকা সঞ্চারী ভট্টাচার্য্য বিভিন্ন স্বাদের ভৌতিক গল্প লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠকের অন্তর-মনকে স্পর্শ করেছেন। লেখিকা তাঁর 'ভয়ঙ্করের দশ কাহন' বইতে ভয়াবহতার বিভিন্ন গল্প তুলে ধরেছেন যা একদিকে যেরূপ রহস্যের বাতাবরণ তৈরি করেছে। অন্যদিকে ঠিক সেরূপ গা ছমছম পরিবেশেরও সৃষ্টি করেছে।

'হ্যান্টনের অভিশঙ্কা' গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন, ডাক্তারি পড়ুয়া আয়ুধের কথা। যে শ্রীলঙ্কার নুয়ারা এলিয়া মেডিক্যাল ক্যাম্পে গিয়েছিল। পরবর্তীতে এক অভিশপ্ত ট্রেনে উঠে কোনওরকমে তাঁর প্রাণ বাঁচিয়ে চলে আসা।

'কালনিদ্রা' গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন, কর্মনিষ্ঠ সূর্যশেখরের কথা। যে তাঁর নিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ডাক বহনকারীর কাজ করে যায়। হাজারও প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে বড়লাট রবার্ট সাহেবের হাতেই সমস্ত জরুরি দলিল তুলে দিতে হবে এই প্রতিজ্ঞা ছিল সূর্যশেখরের। সুকান্ত ভট্টাচার্যের, 'রানার ছুটেছে রানার, কাগজের বোঝা হাতে',- র মতোই সূর্যশেখরেরও ছুটে চলা। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও রবার্ট সাহেবের অফিসে জরুরি কাগজপত্র পৌঁছে দেওয়া সূর্যসেখরের, যা সত্যিই রোমহর্ষক।

'অনির্দিষ্ট' গল্পে নিশার বার বার জানতে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে রজত আর নিখিলেশ সেই অভিশপ্ত ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে আসেন। ১৯৮৫ সালের দিনাজপুরের কুপু গ্রামের স্মৃতি চারণার মধ্যে দিয়ে রাশি রাশি মৃতদেহ পচে গলে মাটির সঙ্গে লেগে থাকার দৃশ্য ফুটে উঠে। নিশা, রজতের চলে যাওয়ার মধ্যে দিয়েও কোনক্রমে নিখিলেশের প্রাণ বাঁচানো। সব মিলিয়ে সেই অভিশপ্ত রাত। 'ভয়ঙ্করের দশ কাহন' বইয়ের 'ধানসিঁড়ির ঘাট', 'ভয়াল কুয়াশা', 'রাজেন্দ্রপুরের আতঙ্ক', 'দুর্বোধ্য', 'বিনাশ', 'সংহর্তা' প্রভৃতি অধ্যায়গুলি গা ছমছমে ভুতুড়ে কাহানীর খাতায় নাম লেখায়। নীল-কালোর প্রচ্ছদ বিশিষ্ট বাংলাপ্রকাশ প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির দাম ৩৯০ টাকা।

মরশুমি শাক দিয়ে ভেজে নিন পকোড়া

শীত মানেই বাজার জুড়ে পালং শাকের ছড়াছড়ি। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, রোজ পালং শাক খেলে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি হবে না। পালং শাকের মধ্যে ভিটামিন এ, সি, কে এবং ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়ামের মতো বিভিন্ন মিনারেল রয়েছে। তাছাড়া এই শাক ফাইবার সমৃদ্ধ। সুতরাং, আপনি ডায়াবেটিসের রোগী হোন কিংবা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগে থাকুন, যে কেউ পালং শাক খেতে পারেন।

আর শীতের রোগ থেকে মুক্তি দিতেও সক্ষম এই শাক। আবার অনেকেই স্বাদের কারণে পালং শাক খেতে চান না। যদিও এই মরশুমে পালং শাকের চচ্চড়ি থেকে শুরু করে পালং চিকেন, পালং পনির পাত দখল করে থাকে। তবে, পালং শাকের তৈরি খাবার আদতে সুস্বাদু হয়। কিন্তু সব সময় চিকেন, পনির কিংবা পরোটা রাঁধা সম্ভব হয় না। অনেক সময় মুখরোচক খাবার খেতেও ইচ্ছা হয়। সেক্ষেত্রে আপনি বানিয়ে নিতে পারেন পালং শাকের পকোড়া।

ভাজাভুজি খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। বেশি পরিমাণে খেলে এতে ওজন বেড়ে যায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও বেড়ে যেতে পারেন। কিন্তু সীমিত পরিমাণে পালং শাকের পকোড়া খেলে ক্ষতির বদলে আপনার লাভই বেশি। হেঁশেলে থাকা পালং শাক এবং সামান্য কয়েকটি উপকরণ থাকলেই আপনি রেঁধে নিতে পারবেন পালং শাকের পকোড়া। শীতের মরশুমে চা দিয়ে পালং শাকের পকোড়া জমিয়ে দিতে পারে সন্ধ্যের আড্ডা। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে তৈরি করবেন পালং শাকের পকোড়া। পালং শাকের পকোড়া তৈরি করার জন্য প্রয়োজন উপকরণ:

২ বাটি তাজা পালং শাক, ১/২ কাপ পেঁয়াজ কুচি, ৪টে কাঁচা লঙ্কা কুচি, ১/৩ চামচ হলুদ, ১/২ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, ১/৩ চামচ হিং, ২ চা চামচ চালের গুঁড়ো, ১ বাটি বেসন, এক চিমটে খাবার সোডা, নুন স্বাদ অনুযায়ী, পরিমাণ মতো জল এবং ভাজার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সর্ষের তেল।

পালং শাকের পকোড়া তৈরি করার সহজ পদ্ধতি:

তাজা পালং শাক নেবেন। শাক পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন এবং কুচি কুচি করে কেটে নিন। এবার পালং শাকের সঙ্গে একে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, হিং, চালের আটা, বেসন, খাবার সোডা মিশিয়ে দিন। পরিমাণ মতো নুন দেবেন। এবার মিশ্রণটি ঘন করার জন্য পরিমাণ মতো জল দেবেন। জল দেওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন, যাতে পকোড়ার মিশ্রণ পাতলা না হয়ে যায়। আবার খুব ঘনও না হয়। এবার কড়াইতে পরিমাণ মতো সর্ষের তেল গরম করুন। যেহেতু পকোড়া ডুবো তেলে ভাজতে হবে। সুতরাং, সেই অনুযায়ী তেল নেবেন। তেল গরম করে তাতে অল্প অল্প করে পালং শাকের মিশ্রণ দিয়ে পকোড়া বানিয়ে নিন। কড়া করে ভেজে নিন। তেল ছেঁকে পকোড়াগুলো টিস্যু পেপারের উপর রাখুন। এতে পকোড়ার অতিরিক্ত তেল কাগজ শুষে নেবেন। টমেটো সস কিংবা পুদিনার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন পালং শাকের পকোড়া। বিকালে চায়ের সঙ্গেও পরিবেশন করতে পারেন পালং শাকের পকোড়া।

শনিবার আগরতলায় পরিবহন মন্ত্রীর নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

”ওয়েভস ২০২৫”-এর তৃতীয় দিনে ভারতীয় লাইভ ইভেন্ট অর্থনীতির ওপর শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এল. মুরুগন

মুম্বই, ৩ মে : বিশ্ব অডিও-ভিজ্যুয়াল ও বিনোদন সম্মেলনওয়েভস ২০২৫-এর তৃতীয় দিনে আজ মুম্বইয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী এল. মুরুগন 'ভারতের লাইভ ইভেন্ট অর্থনীতি: একটি কৌশলগত উন্নয়নের অপরিহার্যতা' শীর্ষক দেশের প্রথম শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন।এই শ্বেতপত্রে ভারতের দ্রুত বিকাশমান লাইভ বিনোদন শিল্পের বিশদ বিশ্লেষণ রয়েছে, যেখানে নতুন প্রবণতা, সম্ভাব্য উন্নয়নপথ এবং এই খাতের স্থায়ী অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

সম্মেলনের আজকের কর্মসূচিতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ২০২৪-২৫ সালের মিডিয়া ও বিনোদন খাতের পরিসংখ্যানপঞ্জিও প্রকাশ করবে।

আজই সম্মেলনের অংশ হিসেবে জাতীয় সম্প্রদায়িক রেডিও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে সম্প্রদায়িক রেডিওর সাম্প্রতিক প্রবণতা, নীতি ও কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হবে। এই সম্মেলনের লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষকে ক্ষমতায়ন করা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগে সক্ষমতা বাড়ানো।

এটি সম্প্রদায়িক রেডিও কেন্দ্রগুলিকে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এনে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সেরা চর্চাগুলি ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে। সম্মেলনটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং ভারতীয় জনসংযোগ সংস্থা (জ্জজ্জধঞ্ঝ)-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে।

গতকাল সম্মেলনের অংশ হিসেবে 'ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ'-এর প্রথম সেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এতে ৩২টি প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সম্মানিত করা হয়, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল অ্যানিমেশন, গেমিং, চলচ্চিত্র, রোবোটিক্স, সংগীত ও ডিজিটাল শিল্প।

এই প্রতিযোগিতাগুলিতে ৬০টিরও বেশি দেশ থেকে এক হাজারের বেশি আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারী সহ মোট এক লক্ষেরও বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। ফলে তরুণ ও উদীয়মান প্রতিভার সৃজনশীলতা উপস্থাপনের এক আন্তর্জাতিক মঞ্চ সৃষ্টি হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই অনুষ্ঠানকে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে উল্লেখ করে বলেন, "সৃজনশীলতার জগতে প্রথমবার এমন স্বীকৃতি দেওয়া হলো।" তিনি বলেন, "এই উদ্যোগ নতুন সুযোগের দুয়ার খুলবে তরুণ সৃষ্টিশীলদের জন্য।"

প্রতিমন্ত্রী এল. মুরুগন জানান, "ওয়েভস ২০২৫ এক অসাধারণ মঞ্চ যেখানে সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তির সংমিশ্রণ ঘটেছে।"

সম্মেলনে সংগীত বিভাগে 'বাহ উস্তাদ" পুরস্কারজয়ী আবাদ আহমদ বলেন, "ওয়েভস শাস্ত্রীয় সংগীতের বিকাশ এবং প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।"

অন্যদিকে, 'ডড্রন্ত্রথন স্ক্রন্দ্রত্রদ্বথ্রষ্ঠত্বন' বিভাগে বিজয়ী সঞ্জয় সেন্থিল কুমার জানান, "ওয়েভস থেকে পাওয়া মেন্টরশিপ আমাকে একজন দক্ষ থ্রিডি আর্টিস্ট ও সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্নপূরণে সাহায্য করবে।"

গোয়ায় শিরগাঁও মন্দিরে ধর্মীয় যাত্রায় মর্মান্তিক পদদলিতের ঘটনা: ৭ জন নিহত, আহত ৩০-র বেশি; রাষ্ট্রপতি মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর শোকপ্রকাশ

গোয়া, ২ মে গোয়ার শিরগাঁও মন্দিরে বাৎসরিক লয়রাই যাত্রা উপলক্ষে শুক্রবার অনুষ্ঠিত ধর্মীয় শোভাযাত্রায় ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ভিড়ের চাপে পদদলিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৭ জন, আহত হয়েছেন ৩০ জনেরও বেশি মানুষ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, আচমকা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বিশাল জনসমাগমে, যার ফলে মানুষজন দিকবিদিক ছুটতে শুরু করে। একাংশের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার ফলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়। মন্দিরের স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয়রা দ্রুত সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন এবং বহুজনকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ও জরুরি পরিষেবা কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। আহতদের অবিলম্বে স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে ভর্তি করা হয়।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ লেখেন: "শিরগাঁও, গোয়ায় পদদলিত হয়ে বহু প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।"

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এক্স-এ পোস্ট করে জানানো হয়েছে, "শিরগাঁও, গোয়ায় পদদলিত হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় আমি দুঃখিত। প্রিয়জন হারানোদের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।" প্রধানমন্ত্রী মোদী ইতিমধ্যেই গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওন্ত-এর সঙ্গে ফোনে কথা বলে পরিস্থিতির বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন এবং কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সাওন্ত এক্স-এ পোস্ট করে জানিয়েছেন, "আজ সকালে শিরগাঁওয়ের লয়রাই যাত্রায় মর্মান্তিক পদদলিতের ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। আমি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেছি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সব রকম সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে গোটা পরিস্থিতি নজরে রাখছি।"

লয়রাই যাত্রা ও দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপট : প্রতি বছর উত্তর গোয়ার শিরগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হয় শ্রী লয়রাই যাত্রা, যেখানে হাজার হাজার ভক্ত অংশ নেন। ”ধোঁদ” নামে পরিচিত ভক্তরা খালি পায়ে জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হাঁটার রীতি পালন করেন। এবারের যাত্রায় অতিরিক্ত ভিড় ও জনসমাগমের হঠাৎ বৃদ্ধি পদদলিতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, যাত্রার রাস্তায় একটি ঢালু অংশে হঠাৎ ভিড় চাপে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, ফলে পদদলিতের ঘটনা ঘটে। পর্যাপ্ত জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় এই বিপর্যয় আরও বেড়ে যায়।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রস্তুত গোয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিশ্বজিৎ রানে জানিয়েছেন, সমস্ত জেলা হাসপাতালগুলিকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে। গোয়া মেডিক্যাল কলেজ সহ অন্যান্য হাসপাতালে জরুরি চিকিৎসার পরিকাঠামো জোরদার করা হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোয়া জুড়ে।

'মধ্যস্থতা ন্যায়প্রদান ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গ' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ৩ মে :রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, মধ্যস্থতা (মেডিয়েশন) হলো ন্যায়প্রদান প্রক্রিয়ার এক অপরিহার্য ও কার্যকর উপাদান, যা ন্যায় বিচারে গতি আনতে সহায়ক।

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় মধ্যস্থতা সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, "মধ্যস্থতা শুধু নির্দিষ্ট কোনো মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নয়, বরং এটি বিচার ব্যবস্থায় মামলার ভার লাঘব করে অন্যান্য মামলারও দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে পারে।"

তিনি আরও বলেন, বিকাশশীল ভারত ২০৪৭-এর স্বপ্নপূরণে মধ্যস্থতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে।

রাষ্ট্রপতির মতে, ন্যায়ের দ্রুত এবং সুলভ প্রাপ্তির লক্ষ্যে দেশের বিচার ব্যবস্থায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ঙ্কন্ট) পদ্ধতি হিসেবে মধ্যস্থতার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে এবং এটি জনগণের বিশ্বাস অর্জনের একটি উপযুক্ত পথ।

পহেলগাওঁ সন্ত্রাসী হামলার সন্দেহ ভাজনদের খোঁজে শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্সের চেন্নাই-কলম্বো বিমানে তল্লাশি

কলম্বো, ৩ মে : পহেলগাওঁ সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত সন্দেহে ছয়জনকে বহন করছে এমন একটি গোপন বার্তার ভিত্তিতে চেন্নাই থেকে কলম্বো গমনকারী শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে শনিবার ব্যাপক নিরাপত্তা তল্লাশি চালানো হয়েছে।

ডেইলি মিরর অনলাইনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স জানায়, ইউএল ১২২ বিমানটি স্থানীয় সময় দুপুর ১১টা ৫৯ মিনিটে চেন্নাই থেকে কলম্বোর বান্দারানায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা কঠোর নিরাপত্তা তল্লাশির আওতায় আনা হয়।

ভারতের চেন্নাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এক ইমেল হুমকি পাওয়ার পর এই তল্লাশির নির্দেশ দেয়। ইমেলটি সকাল ১১টা ৫ মিনিটে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার কাছে পৌঁছায়, যাতে বলা হয়, "ইউএল ১২২ (সকাল ৯:৫৫-এ উড্ডয়ন) ফ্লাইটে পাঁচজন দক্ষিণ ভারতীয় পুরুষ যাত্রী রয়েছেন, যারা লস্কর-ই-তইয়বার প্রশিক্ষিত সদস্য।

এদের প্রোফাইল পরিষ্কার, সন্দেহ করার মতো কিছু নেই।"

ইমেলটি 'নন-সপেসিফিক থ্রেট' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হলেও তৎক্ষণাৎ কলম্বো বিমানবন্দরে সতর্কতা জারি করা হয় এবং স্থানীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি বিমানটিতে তল্লাশি চালায়। তবে পরবর্তীতে কর্মকর্তারা জানান, বিমানটিতে কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি বা তৎপরতা পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে একে মিথ্যা হুমকি বলে মনে করা হচ্ছে। পরিপূর্ণ নিরাপত্তা যাচাইয়ের পর বিমানটিকে পরবর্তী যাত্রার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

পহেলগাওঁ হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারত জুড়ে নিরাপত্তা তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই সন্দেহভাজনদের গতিবিধি সম্পর্কে কোনও তথ্য পেলে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন বাতিলের দাবিতে হেফাজতে ইসলামের বিশাল সমাবেশ, চার দফা দাবি পেশ

ঢাকা, ৩ মে: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আজ ইসলামি সংগঠন হেফাজতে ইসলাম-এর হাজার হাজার কর্মী একত্রিত হয়ে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন বিলুপ্তির দাবি সহ চার দফা দাবি উত্থাপন করেছেন।

সমাবেশে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মাহমুদ বিন হোসেন বলেন, "আমরা পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা করে পরিচালিত যেকোনো কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। এই সমাবেশ তার প্রমাণ।"

তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সকল সুপারিশ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত এপ্রিল মাসে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন একটি সুপারিশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আহ্বান জানায়, যেন একটি একক পারিবারিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার এবং ভরণপোষণ সংক্রান্ত বিষয়ে সকল ধর্মের নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়।

কমিশন আরও প্রস্তাব দেয় যে, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। তারা সংসদীয় আসন সংখ্যা ৬০০ করার পাশাপাশি, তার মধ্যে ৩০০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণের এবং সেগুলি সরাসরি ভোটের মাধ্যমে পূরণের প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাবগুলোর বিরুদ্ধে হেফাজতের এই প্রতিবাদ, দেশে ধর্মীয় ও সামাজিক বিতর্ককে আরও জোরালো করেছে।

এনসিবি-র বড় সাফল্য, ৫৪৭ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার ১৫ জন গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ৩ মে : আমৃতসর জোনাল ইউনিটের নেতৃত্বে নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি) চার রাজ্যে টানা চার মাসের অভিযানে মাদক চোরাচালানকারী একটি বৃহৎ চক্রের সন্ধান পায় এবং ৫৪৭ কোটি টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য জব্দ করে। অভিযানে চক্রের সঙ্গে জড়িত ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ এক সামাজিক মাধ্যম পোস্টে এনসিবি-কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "ভারত মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই সাফল্য প্রধানমন্ত্রীর 'নেশামুক্ত ভারত' নির্মাণের লক্ষ্যপূরণে এক বড় পদক্ষেপ।"

অভিযানটি মূলত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি ও মহারাষ্ট্রে চালানো হয় বলে সূত্রের খবর। এনসিবি জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক চক্র চালানো, আন্তর্জাতিক সংযোগ রাখার অভিযোগে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে ভারতীয় বায়ুসেনার মহড়া, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জরুরি অবতরণের ক্ষমতা প্রদর্শন

শাহজাহানপুর, ৩ মে: ভারতীয় বায়ুসেনা উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুর জেলায় অবস্থিত গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি ব্যতিক্রমী এবং বড়সড় মহড়া সম্পন্ন করেছে। গতকাল আয়োজিত এই মহড়ায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ তৈরি হেলিপ্যাড বা হাওয়া পথ (স্থ্নন্স্থ্দ্ম) ব্যবহার করে বায়ুসেনা তাদের জরুরি উড্ডয়ন এবং অবতরণের সক্ষমতা প্রদর্শন করে।

এই প্রথমবারের মতো হওয়া মহড়ায় অংশ নেয় রাফাল, জাগুয়ার, মিরাজ-২০০০, সুখোই-৩০ এম.কে.আই এবং মিগ-২৯ সহ আধুনিক যুদ্ধবিমান। এছাড়াও, সি-১৩০ জে সুপার হারকিউলিস ও এএন-৩২ মালবাহী বিমান এবং এমআই-১৭ ভি-৫ হেলিকপ্টারও এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করে।দিবা ও রাত্রিকালীন উভয় সময়ে হওয়া এই মহড়ার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এক্সপ্রেসওয়েগুলিকে বিকল্প রানওয়ে হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করা।

উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশ সরকারের মন্ত্রী দানিশ আজাদ আনসারি। তিনি জানান, উত্তর প্রদেশ এখন রাতের বেলাতেও এক্সপ্রেসওয়েতে যুদ্ধবিমান নামাতে সক্ষম দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে ইতিহাস গড়েছে।

এই ঘটনাকে দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

মার্কিন সেনাবাহিনীর ২৫০তম বার্ষিকীতে ১৪ জুন বিশাল সামরিক প্যারেডের আয়োজন

ওয়াশিংটন, ৩ মে: হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করেছে যে আগামী ১৪ জুন মার্কিন সেনাবাহিনীর ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানী ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মলে এক বিশাল সামরিক প্যারেডের আয়োজন করা হবে। ঐ দিনটি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্মদিনও।

এই অনুষ্ঠানটি সারাদিন ব্যাপী চলবে এবং এতে অংশ নেবেন প্রায় ৬,৬০০ সেনা সদস্য, ১৫০টি সামরিক যান ও ৫০টি যুদ্ধবিমান। সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্যারেডের প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে এবং অনুষ্ঠানকে আরও বিস্তৃত ও স্মরণীয় করে তুলতে নানা বিকল্প বিবেচনা করা হচ্ছে।

এর আগে, মাত্র গতকালই প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন যে 'ভেটেরান্স ডে'-এর নাম পরিবর্তন করে 'বিজয় দিবস' (ন্ধত্বন্ঠদ্রন ঙ্গথা) রাখা হবে, যাতে বিভিন্ন যুদ্ধে মার্কিন অবদানকে যথাযথ সম্মান দেওয়া যায়।

এই বার্ষিকী উদযাপন ও নতুন নামকরণকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিশু পুরস্কার ২০২৫-এর জন্য মনোনয়নের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই পর্যন্ত বৃদ্ধি, ৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুরা আবেদন করতে পারবে

নয়াদিল্লি, ৩ মে: প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিশু পুরস্কার ২০২৫-এর জন্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং এ বছরের জন্য শেষ তারিখ ৩১ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পুরস্কার প্রতি বছর ভারতের রাষ্ট্রপতির দ্বারা সেইসব শিশুদের প্রদান করা হয়, যারা তাদের অস্বাভাবিক কৃতিত্বের মাধ্যমে সমাজে বিশেষ অবদান রেখেছে। এই পুরস্কার বীরত্ব, সামাজিক সেবা, পরিবেশ, ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি—এই ছয়টি বিভাগের অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য প্রদান করা হয়।

প্রাক্তন রাজপুত্র প্রিন্স হ্যারি শাহী পরিবারের সঙ্গে মীমাংসা চাইলেন; নিরাপত্তা নিয়ে আদালতের রায়ে হতাশা প্রকাশ

লন্ডন, ৩ মে: ব্রিটেনের রাজপরিবার থেকে সরে আসা প্রিন্স হ্যারি শাহী পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তবে যুক্তরাজ্যে তাঁর ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আবেদন খারিজ হওয়ায় তিনি স্পষ্টতই হতাশ।

এক সাক্ষাৎকারে হ্যারি জানান, ২০২০ সালে তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনা হয়েছিল, তা তিনি ফিরিয়ে দিতে চান। তিনি বলেন, "আমি চাই রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হোক, তবে নিরাপত্তা ছাড়াই ফিরে আসা অসম্ভব।"

উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রিন্স হ্যারি ও তাঁর স্ত্রী মেঘান মার্কেল ২০২০ সালে রাজকীয় দায়িত্ব ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন। হ্যারি মনে করেন, তাঁদের নিরাপত্তা হ্রাসের সিদ্ধান্তের পিছনে রাজপরিবারের হাত রয়েছে এবং এটি একটি কৌশল, যাতে তিনি রাজপরিবারে ফিরে আসার জন্য চাপে পড়েন। তিনি বলেন, তাঁর নিরাপত্তা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো "রাজপরিবারে ফেরার জন্য একটি চাপ তৈরির চেষ্টা।"

অস্ট্রেলিয়ায় নতুন সংসদ গঠনের জন্য ভোটগ্রহণ চলছে

সিডনি, ৩ মে: অস্ট্রেলিয়ায় নতুন সংসদ নির্বাচনের জন্য আজ ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। দেশের জনগণ প্রতিনিধি পরিষদের সবকটি ১৫০টি আসন এবং সিনেটের ৭৬টির মধ্যে ৪০টি আসনের জন্য তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবনিজের নেতৃত্বাধীন শাসক দল লেবার পার্টি আবারো ক্ষমতায় ফিরে আসার চেষ্টা করছে। আলবনিজ তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন কনজারভেটিভ লিবারেল-ন্যাশনাল জোটের নেতা পিটার ডাটন। এছাড়াও গ্রিনস পার্টির নেতা অ্যাডাম ব্যান্ড সহ বহু ছোট রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছেন।

২০২২ সালে নয় বছর বিরতির পর লেবার পার্টি আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। এবারের নির্বাচনে ফলাফলের জন্য কয়েকদিন সময় লাগতে পারে বলে নির্বাচনী কমিশন সূত্রে জানা গেছে।

ভারতের মোট রপ্তানি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পৌঁছাল সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তরে ৮.২৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার

নয়াদিল্লি, ৩ মে : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সদ্য প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতের মোট রপ্তানি প্রায় ৮ ট্রিলিয়ন ২৫ বিলিয়ন (৮.২৫ ট্রিলিয়ন) মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

গত অর্থবছরে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭.৭৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেই তুলনায় চলতি বছরে ৬.০১ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।বিশেষ করে সেবা রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। সেবা খাতে রপ্তানি ১৩.৬ শতাংশ বেড়ে ৩.৮৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। পণ্যের রপ্তানিও ৪.৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে।

ভারতের মোট রপ্তানি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পৌঁছাল সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তরে ৮.২৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার

নয়াদিল্লি, ৩ মে : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সদ্য প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতের মোট রপ্তানি প্রায় ৮ ট্রিলিয়ন ২৫ বিলিয়ন (৮.২৫ ট্রিলিয়ন) মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

গত অর্থবছরে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭.৭৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেই তুলনায় চলতি বছরে ৬.০১ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।

বিশেষ করে সেবা রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। সেবা খাতে রপ্তানি ১৩.৬ শতাংশ বেড়ে ৩.৮৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। পণ্যের রপ্তানিও ৪.৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। অপরদিকে, নন-পেট্রোলিয়াম বা অ-পেট্রোলিয়াম পণ্যের রপ্তানি গত বছরের তুলনায় ৬ শতাংশ বেড়ে ৩.৭৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে।ভারতের বাণিজ্য পরিসংখ্যান এমন এক সময়ে এই সাফল্যের সাক্ষী হলো, যখন বৈশ্বিক অর্থনীতি এখনও অনেক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।

বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবস

জাতিসংঘ, ৩ মে: আজ ৩ মে বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস। এই দিনটি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেস স্বাধীনতার বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে পালন করা হয়।

২০২৪ সালের বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হল: "নতুন বিশ্বে রিপোর্টিং: প্রেস স্বাধীনতা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব"। এই থিমটি দ্রুত পরিবর্তিত মিডিয়া পরিবেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (জ্জ) ব্যবহার ও বিকাশ কিভাবে সাংবাদিকতা, সংবাদ পরিবেশন এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করছে, সে বিষয়টি তুলে ধরে।

শনিবার আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ কুৎসা রটানোর জন্য এক কন্টেন ক্রিয়াটারকে গ্রেপ্তার করে।

হারিয়ে যাওয়া ১১ টি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ

বিলোনিয়া, ৩ মে:- মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি মানুষের হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলিও উদ্ধার করে দিচ্ছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ। দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর আইপিএস মৌরিয়া কৃষ্ণ সি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নড়েচড়ে বসেছে দক্ষিণ জেলার পুলিশ।

গত কিছু দিনে দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় মানুষের হারিয়ে যাওয়া ১১ টি মোবাইল উদ্ধার করে আজ মোবাইল মালিকদের হাতে মোবাইলগুলি তুলে দেয় দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার সহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগন। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল গুলি পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি মোবাইলের মালিকরা। অতি দ্রুত মোবাইল গুলি উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট মালিকের হাতে তুলে দেওয়ায় দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার সহ পুলিশ কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন হারিয়ে যাওয়া মোবাইল মালিকরা। এই বিষয়ে দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি জানান মানুষের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল গুলো উদ্ধারের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের একটি ফর্ম ফিলাপ করে সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিলে মোবাইল গুলি উদ্ধার করার জন্য পুলিশ কাজ শুরু করবে। আর এই ফর্ম সংশ্লিষ্ট থানাতে পাওয়া যাবে।

তিনি জানান মোবাইলগুলি হারিয়ে যাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে থানাকে নির্দিষ্ট ফর্মে বিস্তারিত তথ্য ফিলাপ করে জমা দিলেই তা দক্ষিণ জেলার সাইবার সেলে আসবে এবং তা পাওয়ার পর পুলিশ তাদের পদ্ধতি অনুসারে কাজ শুরু করবে এবং দ্রুত মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করার জন্য কাজ চালিয়ে যাবে।

বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে পাঁচদিন ব্যাপী বৈশাখী মেলা

বিলোনিয়া, ৩ মে:- বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে আগামী ৯ মে ২০২৫ থেকে পাঁচ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩ য় বর্ষ বৈশাখী মেলা। চলবে ১৩ ই মে ২০২৫ পর্যন্ত। পাঁচ দিন ব্যাপী বৈশাখী মেলায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা মুলক অনুষ্ঠান।

নাচ,গান, আবৃত্তি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা,যেমন খুশি সাজো, নাটক, সহ আরো অন্যান্য প্রতিযোগিতা মুলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকবে বৈশাখী মেলায় সরকারী ও বেসরকারি প্রদশর্নী মন্ডপ। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মুলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বৈশাখী মেলাকে কেন্দ্র করে।সন্ধ্যায় রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পাঁচ দিন ব্যাপি বৈশাখী মেলার অনুষ্ঠানের সুচনা হবে বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের মুক্ত মঞ্চে। বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের প্রেক্ষা গৃহে শনিবার বিকাল পাঁচটা তিরিশ মিনিটে সাংবাদিক সম্মেলনে করে বৈশাখী মেলার অনুষ্ঠানের তথ্য তুলে ধরেন মেলার আহ্বায়ক নেপাল সেন সহ আহ্বায়ক বিধান বৈদ্য। এছাড়া এই দিনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সম্পাদক অলক বনিক, ক্লাব সদস্য বিজয় বিশ্বাস সহ ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পাওনা টাকা চাওয়ায় ব্যবসায়ীর উপর হামলা, থানায় ডেপুটেশন

আগরতলা, ৩ মে: পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার হাতে মারধরের শিকার হলেন মাছমারা বাজার কমিটির প্রাক্তন বাজার সম্পাদক তথা বর্তমান সদস্য উত্তম কুমার রায়। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৯ এপ্রিল। সূত্রে জানা গেছে, কুমারঘাট থেকে ব্যাংকের কাজ সেরে ফেরার পথে উগলছড়া এলাকায় কিষান মোর্চার ৫৯ নং পেচারথল মন্ডলের সভাপতি সুজিত সরকারের কাছে পাওনা টাকা চাইতে গেলে উত্তমবাবুর উপর চড়াও হন অভিযুক্ত। অভিযোগ, সুজিত সরকার ও তার ভাইগ্না সুরজ সরকার ও সহযোগী অমল সরকার মিলে উত্তম কুমার রায়কে বেধড়ক মারধর করেন। লাথি, ঘুষি, এমনকি ধারালো অস্ত্র দিয়েও আক্রমণ করা হয় বলে জানা গেছে।

এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলে স্থানীয় এক ৮০ বছরের প্রবীণ ব্যক্তি প্রবীর সরকারও আহত হন। পরে পুলিশ এসে অভিযুক্ত সুজিত সরকারকে আটক করলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

আহত উত্তম কুমার রায়কে প্রথমে মাছমারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, পরে কৈলাসহর জেলা হাসপাতাল ও আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতার মুকুন্দপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার মাছমারা বাজার কমিটির ২৫ জন ব্যবসায়ী পেচারথল থানায় ডেপুটেশন জমা দেন। থানার ওসি সুমন আচার্জীর হাতে ডেপুটেশন তুলে দিয়ে তারা জানান, অভিযুক্ত এত বড় ঘটনার পরও মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ প্রশাসনের তরফে কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

ব্যবসায়ীরা স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, যদি অবিলম্বে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

গত অর্থবছরে লেফুঙ্গা ব্লকের ৩,৩৬৭টি বাড়িতে পানীয়জলের টেপ সংযোগ দেওয়া হয়েছে

আগরতলা, ৩ মে: গত অর্থবছরে জল জীবন মিশনে লেফুঙ্গা ব্লকের ৩,৩৬৭টি বাড়িতে পানীয়জলের টেপ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে অভিচরণ ভিলেজে ৩০৮টি, ভগবান চৌধুরী পাড়া ভিলেজে ২৩০টি, বীরমোহন ভিলেজের ৩৭১টি, বোধজংনগর ভিলেজে ৩৩৪টি, গামছা কোবরা ভিলেজে ৪৫৪টি, উত্তর বোধজংনগর ভিলেজে ৩০৬টি, উত্তর দেবেন্দ্রনগর ভিলেজে ২৮৫টি, রাজঘাট ভিলেজে ৩৭৯টি, শন্তচরণ পাড়া ভিলেজে ৩২ ১টি এবং সিপাইপাড়া ভিলেজে ৩৭৯টি বাড়িতে পাইপ লাইনে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের পশ্চিম জেলা কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পিএম কিষাণ উর্জা সুরক্ষা ইভাম উত্থান মহা অভিযান পশ্চিম জেলায় গত অর্থবছরে ৪২৯টি নলকূপ সোলার পাম্প প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে

আগরতলা, ৩ মে: ত্রিপুরা রিন্যুয়েল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ট্রেডা) পিএম কিষাণ উর্জা সুরক্ষা ইভাম উত্থান মহা অভিযানে (পি এম কুসুম-বি) পশ্চিম জেলায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫৩৯টি গভীর নলকূপে সোলার পাম্প প্ল্যান্ট বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন ব্লকে ৪২৯টি নলকুপ সোলার পাম্প প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। এরমধ্যে মোহনপুর ব্লকে ৫৩টি, বামুটিয়া ব্লকে ৬৪টি, মান্দাই ব্লকে ৬৪টি, লেফুঙ্গা ব্লকে ৪৪টি, হেজামারা ব্লকে ২৯টি, বেলবাড়ি ব্লকে ৪৪টি, ডুকলি রকে ১০৮টি, জিরানীয়া ব্লকে ১৮টি এবং পুরাতন আগরতলা ব্লকে ৫টি সোলার পাম্প প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। বাকি ১১০টি নলকূপ সোলার পাম্প প্ল্যান্ট বসানোর কাজ চলছে। ট্রেডার প্রোজেক্ট অফিসার এ সংবাদ জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী মাত্রু বন্দনা যোজনা রাজনগর ও ভারতচন্দ্রনগর ব্লকে ৫২৯ জন উপকৃত

আগরতলা, ৩ মে : প্রধানমন্ত্রী মাত্রু বন্দনা যোজনায় গত অর্থবছরে রাজনগর এবং ভারতচন্দ্র নগর ব্লক এলাকায় মোট ৫২৯ জন গর্ভবতী মহিলা উপকৃত হয়েছেন। এই যোজনায় সুবিধাভোগী মায়েরা প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে ৫ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় সন্তান যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ৬ হাজার টাকা পান। রাজনগরস্থিত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

কৈলাসহরের লায়েন্স ক্লাবে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ৩ মে: আজ কৈলাসহরের লায়েন্স ক্লাবে সঞ্জীব চৌধুরী ও উনার স্ত্রী শ্রীমতি কাকুলি রায় এর শুভ বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি দুটি বিভাগে দাবা খেলার কম্পিটিশন করা হয়েছে কয়েকদিন আগে। কৈলাশহর ও কুমারঘাটের তিনজন যুবককে নেশা মুক্ত হওয়ার জন্য সম্মাননা করা হয়েছে।

কৈলা শহরের খুব গরিব পরিবারের দুজন ছাত্রীদের মেধার জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে ওই চৌধুরী পরিবারের পক্ষ থেকে। মন্ত্রীকেও রাধা কৃষ্ণ ঠাকুরের মূর্তি দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ৩৫ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দেবে বলে জানিয়েছেন। দাবা প্রতিযোগিতায় মোট ১১ জনকে ট্রফি দেওয়া হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শ্রী টিংকু রায়, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য শ্রী বিমল কর, মহকুমা শাসক শ্রী প্রদীপ সরকার, ব্লাড এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী অনুপম পাল সহ আরো অনেকেই, প্রথমে অতিথিদের উত্তরীয় ও ফুলের স্টিক দিয়ে বরণ করা হয়।

রাতের আঁধারে দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ৩ মে : রাত্রিকালীন নেশাখোর ও চোরের দলের দাপটে অতিষ্ঠ নগরবাসী। পুলিশের টহলদারি থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটছে রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন এলাকায়। শুক্রবার গভীর রাতে আগরতলার পশ্চিম থানা সংলগ্ন সুপারি বাগান এলাকায় এক দোকানে চোরের দল হানা দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে দোকান মালিক সুমিত দেব জানান, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় দোকানের দরজা ভাঙ্গা রয়েছে। দোকানের ভেতর ঢুকে দেখেন নগদ ২৯ হাজার টাকা সহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে পালিয়েছে। সাথে সাথে তিনি পুলিশকে খবর দিয়েছেন। ওই ঘটনায় রাত্রীকালীন পুলিশের টহলদারি নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে।

একজন বাংলাদেশী মহিলা সহ দুই ভারতীয় টাউট আটক

আগরতলা, ৩ মে: সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে একজন বাংলাদেশী মহিলা সহ দুইজন ভারতীয় টাউটকে আটক করে জিআরপি। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রতিনিয়তই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ চলছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। দালালদের মারফতে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে রাজ্যে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ এর ঘটনা নিত্যদিনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগরতলা রেলস্টেশন থেকে দুইজন বাংলাদেশী নাগরিক এবং দুই ভারতীয় টাউটকে গ্রেফতার করেছে।

জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে দালালের মাধ্যমকে বাংলাদেশি নাগরিক বহিঃরাজ্যের উদ্দ্যেশে রওয়ানা দেবেন। সেই খবরের ভিত্তিতে রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে জিআরপি। সে সময় পুলিশ সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে তারা ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, তারা ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্য যাওয়ার সময় আগরতলা রেল স্টেশনে ধরা পড়েন।ধৃতরা হলেন সাব্রুম থানাধীন এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ দেবনাথ, রাজনগরের বাসিন্দা টুটন দে এবং এবং এক বাংলাদেশী নাগরিক। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

সামাজিক মাধ্যমে কুৎসা ও সাইবার অপরাধে গ্রেফতার আল আমিন

আগরতলা, ৩ মে : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুৎসা রটানো, নারী সম্মানহানি, এবং নানা ধরনের সাইবার অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে পশ্চিম থানার পুলিশ গতকাল আল আমিন ওরফে 'ধ্রু. ছদ্রদ্রত্বদ্ধ'-কে গ্রেফতার করেছে।

ঘটনার বিষয়ে আজ সংবাদ মাধ্যমকে বিস্তারিত তথ্য দেন পশ্চিম থানার অফিসার ইন চার্জ (ওসি) পরিতোষ দাস। তিনি জানান, "আল আমিনের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে তাঁকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তার বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে অশালীন মন্তব্য, মিথ্যা তথ্য প্রচার সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।"

পুলিশ জানিয়েছে, আল আমিন দীর্ঘদিন ধরেই সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন মহিলাকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর ও মানহানিকর মন্তব্য করে আসছিলেন। সেই সঙ্গে দেশদ্রোহীর মত কিছু কথাবার্তা বলার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং সচেতন মহল এমন ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

৫ মে থেকে দেবেন্দ্র চৌধুরী বিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক কর্মশালা

আগরতলা, ৩ মে: আগামী ৫ মে থেকে পদ্মবিল ব্লকের দেবেন্দ্র চৌধুরী ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে শুরু হবে তিনদিনব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক কর্মশালা। কর্মশালায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ স্থানীয় জনসাধারণ অংশগ্রহণ করবেন। এ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি ঐ বিদ্যালয়েই এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পদ্মবিল ব্লকের বি.এ.সি.-র ভাইস চেয়ারম্যান সরজিৎ দেববর্মা, বিদ্যালয়ের এসএম.সি. কমিটির চেয়ারম্যান ধর্মেন্দ্র দেববর্মা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের যুগ্ম অধিকর্তা দিলীপ কুমার দেববর্মা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তুষার দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা

● আটের পাতার পর

হচ্ছে। বাস্তবসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং স্থায়ী সম্পদ তৈরির মাধ্যমে পঞ্চায়েতকে সাজিয়ে তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জনপ্রতিনিধি সহ সকলকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান। এজন্য সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি এবং সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেটে ৩ হাজার ৫০০টি স্বসহায়ক দলকে শক্তিশালী করতে রিভলবিং ফান্ড এবং ৪ হাজার ৫০০টি স্বসহায়ক দলকে একটি কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড প্রদান করার জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। তাছাড়াও আরজিএসএ-এর অধীনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলার বিষয়টি বাজেটে রয়েছে। রাজ্যের ২৭টি পঞ্চায়েতের প্রতিটিতে একটি করে পঞ্চায়েত লার্নিং সেন্টার এবং ৬১টি পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণ করা হবে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৮টি জেলার জেলা সভাধিপতিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট শিলং-এর অধিকর্তা প্রফেসর নলিনি প্রভা ত্রিপাঠি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়েত) দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে। অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, শিলং-এর সাথে পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রশিক্ষণ বিষয়ক একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, শিলং-এর পক্ষ থেকে অধিকর্তা এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়েত) দপ্তরের সচিব মউ স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে স্টেট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারের স্মার্ট অফিস, মাসিক পুস্তিকা গ্রামীণ সৃজন, দপ্তরের বাৎসরিক পুস্তিকার আবরন উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রীর সহ অতিথিগণ। তাছাড়া রাজ্যের সবকয়টি পঞ্চায়েতকে এদিন দিব্যাঙ্গন বান্ধব পঞ্চায়েত হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। রাজ্যস্তরে উৎকৃষ্ট কাজের জন্য সেরা ৩টি ব্লকের মধ্যে রাজনগর প্রথম স্থান, হেজামারা দ্বিতীয় এবং অমরপুর ব্লক তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। পাশাপাশি সেরা ৩টি পঞ্চায়েতের মধ্যে হেজামারা ব্লকের পূর্ব তমাকারি ভিলেজ কমিটি প্রথম, পদ্মবিল ব্লকের মারে হাদুক ভিলেজ কমিটি দ্বিতীয় এবং অমরপুর ব্লকের পশ্চিম ডালাক গ্রাম পঞ্চায়েত তৃতীয় হয়েছে। জলবায়ু বিষয়ক এবং আত্মনির্ভর বিশেষ বিভাগে সেরা তিনটি পঞ্চায়েত, সেরা তিনজন অফিসিয়ালকেও এদিন পুরস্কৃত করা হয়। ই-গভর্নেন্স বিভাগে জিরানিয়া ব্লকের পশ্চিম মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত পুরস্কার লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগন সংশ্লিষ্টদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন।

প্রায় ২ মাস পর খোয়াইয়ের শিক্ষকের চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার

● আটের পাতার পর

দাস পুলিশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি উনার প্রতিক্রিয়া আমাদের কাছে তুলে ধরেন।

মোহনপুরে গো পালকদের মধ্যে উন্নত প্রজাতির ঘাস বিতরণ

● আটের পাতার পর

জন্য প্রত্যেক সুবিধাভোগী পিছু ব্যয় হয়েছে ৪ হাজার ৬০০ টাকা। মোট ব্যয় হয়েছে ১২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। মোহনপুর প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহ অধিকর্তার কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়।

মাস পেরোতেই ভেঙে

● প্রথম পাতার পর

ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকায় কাজ সামলাচ্ছেন! অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়মিত তদারকি করতে হয়।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, বর্ষার আগেই যদি এই রাস্তার হাল এমন হয়, তাহলে বর্ষায় তা মৃত্যুফাঁদে পরিণত হওয়াটা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। উল্লেখ্য, এই রাস্তার কাজের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সংসদে বহুবার বিষয়টি উত্থাপন করে বরাদ্দ করিয়েছিলেন কোটি কোটি টাকা। জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় বিধায়ক এই ব্যাপারে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, এখন নজর সেদিকেই।

চূড়ান্ত পদক্ষেপ

● প্রথম পাতার পর

অ্যালায়েন্স-এ অ্যাঙ্গোলাকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বার্তা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা একমত যে সন্ত্রাসবাদ মানবতার সবচেয়ে বড় হুমকি। পহেলগাওঁয়ে জঙ্গি হামলায় নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করায় রাষ্ট্রপতি লোরেন্সোকে ধন্যবাদ জানিয়েছি।" পাশাপাশি, "সন্ত্রাস ও তাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার" প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

আফ্রিকান ইউনিয়নের সভাপতিত্ব পাওয়ার জন্য অ্যাঙ্গোলাকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বের সময় আফ্রিকান ইউনিয়নকে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।" তিনি আরও বলেন, "ভারত ও আফ্রিকার দেশগুলো একসঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিল। আজও আমরা গ্লোবাল সাউথের স্বার্থ রক্ষায় একত্রে এগিয়ে চলেছি।"

গত এক দশকে আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়েছে। গত মাসেই ভারত-আফ্রিকার প্রথম নৌ-সামুদ্রিক মহড়া 'এক্যম অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, গত ১০ বছরে আফ্রিকায় ১৭টি নতুন ভারতীয় দূতাবাস খোলা হয়েছে। ১২ বিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণ সুবিধা এবং ৭০০ মিলিয়ন ডলারের অনুদান সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে। আফ্রিকার ৮টি দেশে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৫টি দেশে ডিজিটাল অবকাঠামোতে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হয়েছে। শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারত ও আফ্রিকান ইউনিয়ন উন্নয়নের অংশীদার, গ্লোবাল সাউথের স্তম্ভ। আমি নিশ্চিত, অ্যাঙ্গোলার নেতৃত্বে আমাদের সম্পর্ক আরও উচ্চতায় পৌঁছাবে।"

হাঁপানিয়া বাজারে

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে হাঁপানিয়া বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পাঁচটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আচমকাই একটি টিফিনের দোকানে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। আগুনের লেলিহান শিখায় বাকি চারটি দোকান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দমকলবাহিনীর ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এদিকে, ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন তিনি বলেন, আজ হাপানিয়া বাজারে সকালে আগুন লেগে চারটি ফাস্টফুডের দোকান, একটি মিষ্টির দোকান, ফলের দোকান সহ ছয়টি দোকান আগুন পুড়ে যায়। তাঁর কথায়, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সরকার এবং পুর নিগম রয়েছে। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়িকা মিনা রানী সরকার, এলাকার কর্পোরেটর বাপি দাস, কর্পোরেটর তথা দক্ষিণাঞ্চলের চেয়ারপারসন অভিজিৎ মল্লিক, স্থানীয় কর্পোরেটের সবিতা কর।

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ, ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

উত্তীর্ণ এবং বেশিরভাগ ঔষধ ফিজিশিয়ান সেম্পল রয়েছে অর্থাৎ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা এই ঔষধ গুলো চিকিৎসকদের জন্য এনে থাকে। ফেলে রাখা ওষুধগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় ন্যাশনাল রোড অয়েস কর্পোরেশন নামক ট্রান্সপোর্টের অনেকগুলো বিলের কাগজ। সম্ভবত সেসব বিলের মধ্যে রেখা রয়েছে ধর্মনগরের বিভিন্ন ল্যাবরেটরি এবং ফার্মেসির নাম।

সূত্র মারফত জানা যায় যেহেতু ন্যাশনাল রোডওয়েজ কর্পোরেশন এর নাম লেখা পেডের মধ্যে বিভিন্ন ফার্মেসির নাম লেখা রয়েছে তাই সন্দেহ করা হচ্ছে এই কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত কোন ব্যক্তি সেই ঔষধ গুলো এখানে এনে ফেলে রেখে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে জনবসতি এলাকায় যেভাবে ফেলে রেখে গেছে ওষুধগুলো সেই ওষুধগুলো কোন ছোট বাচ্চা বা গৃহপালিত পশু খাবার পর কোন অঘটন ঘটলে এর দায় কে নেবে। ড্রাগ ইন্সপেক্টর সুপ্রিয় দাস সেই ঔষধ গুলো এবং ন্যাশনাল রোডওয়েজ কর্পোরেশন লেখা বিলের কাগজগুলো নিয়ে যান। এখন দেখার বিষয় কোন ব্যবস্থা নেবে কি এর বিরুদ্ধে।

পর্ষদের মার্কশিট বিতরণ ৫ মে

● প্রথম পাতার পর

নিজ নিজ বিদ্যালয়ের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারবেন। ২০২৫ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য আলাদা আলাদা আবেদনপত্র পর্ষদের website (www. tbse.tripura.got.in)-এ পাওয়া যাবে। Review-এর জন্য ছাত্রছাত্রীদের সঠিকভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র বিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৮ মে এবং বিদ্যালয় কর্তৃক পর্ষদে জমা দেওয়ার তারিখ ১৪ মে।

বিচার ব্যবস্থায় ছোট রাজ্যগুলির

● প্রথম পাতার পর

প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিচার প্রক্রিয়া, পুলিশ, কারাবিভাগ এবং আইনী সহায়তা। টাটা ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল সায়েন্স, কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটসের সহায়তায় ইন্ডিয়া জাস্টিস রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। রাজ্যের বিচার ব্যবস্থার এই শীর্ষস্থান অর্জন বিচার প্রক্রিয়ায় জনগণের আস্থাকে আরো সুদৃঢ় করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ব্লাডমাউথ ক্লাব : মূল পর্বের লক্ষ্যে এগিয়ে নিউ প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। হারিয়েছে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে, জিবি প্লে সেন্টারকে। টানা চার ম্যাচে জয় অর্থাৎ অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূলপর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। টিকিট আগেই পেয়েছিল। তবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নে দলের মনোবল অনেকটা বেড়ে যায়। টিআইটি গ্রাউন্ডে বেলা একটার ম্যাচে টস জিতে জিবি প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ব্লাড-মাউথের তনুশ্রী, অন্তরা, মৌমিতা-দের যৌথ বোলিং অ্যাটাকে জিবি প্লে সেন্টার নির্ধারিত কুড়ি ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ৩৪ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সায়ন্তিকা ঘোষ সর্বাধিক ১৩ রান পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৩.৫ ওভার খেলে বিনা উইকেটে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দেবাদৃতা দেব ১৪ বলে তিনটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ২১ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়। অন্তরা দাস সাত রাণে অপরাজিত ছিল। তনুশ্রী ৪-২-৪-২ বোলিং পারফরম্যান্সে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। অন্তরা দাস ২টি উইকেট পেয়েছিল ৮ রানের বিনিময়ে।

সকালে এমবিবি স্টেডিয়ামে গ্রুপের অপর খেলায় নিউ প্লে সেন্টার ৪০ রানের ব্যবধানে বিদ্যাসাগর কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে। এই জয়ের সুবাদে নিউ প্লে সেন্টার মূল পর্বের আশা জিইয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তী ম্যাচ এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে। এতে যে দল জয়ী হবে, গ্রুপ এ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে তারাই মুল পর্বে খেলবে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে নিউ প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেটে হারিয়ে ১২০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে বিদ্যাসাগর কোচিং সেন্টার ছয় উইকেট হারিয়ে ৮০ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। বিদ্যাসাগর কোচিং সেন্টারের লক্ষ্মী দেবনাথের ২৪ রান, সোনালি মালাকারের ১৪ রান, বোলিংয়ে তৃষা দেবনাথের ১৩ রানে তিন উইকেট এবং লক্ষ্মী দেবনাথ ১৪ রানে ২ উইকেট পেলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি. নিউ প্লে সেন্টার এর অর্পিতা ঘোষ আট রানে ২ উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। ব্যাটিংয়ে প্রিয়াঙ্কা ২৩ রান পেয়েছিল।

সুপার ফোরের ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি লীড নিয়ে কসমোপলিটনের ৩ পয়েন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কসমোপলিটন এবং পোলস্টার-এর ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। কসমোপলিটনের বোলারদের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ইনিংসে পোলস্টারকে তেমন বাগে আনতে পারেনি। ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি অর্থাৎ অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে লিভ নেওয়ার সুবাদে কসমোপলিটন তিন পয়েন্ট পেয়েছে।

পোলস্টার পেয়েছে এক পয়েন্ট। চারদলীয় এ ডিভিশন সুপার ফোর ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের খেলা শেষে তিন করে পয়েন্ট নিয়ে কসমোপলিটন এবং ওপিসি সম পর্যায়ে শীর্ষে থাকলেও রানের গড়ের নিরিখে কিন্তু ওপিসি এগিয়ে।

শনিবারে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে শেষ হওয়া দুই দিনের খেলায় দ্বিতীয় দিনে আজ, কসমপল্লিটন ১৬৮ রান নিয়ে খেলা শুরু করে। অবশিষ্ট তিন উইকেট হারিয়ে ৪৩ রান যোগ করে ২১১-তে ইনিংস শেষ করলে, কসমোপলিটন ৮৫ রানের লীড পায়। অতঃপর পোলস্টার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে প্রথম ইনিংসের ভুলগুলো শুধরে কিছুটা রান সংগ্রহে ব্যস্ত হয়। খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে পোলস্টার ৫৮ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়।

ইতোমধ্যে আট উইকেট হারিয়ে ২৮৮ রান সংগ্রহ করেছে। কসমোপলিটনের শংকর পাল বোলিংয়ে (১১-৩-২৭-৪) এবং ব্যাটিংয়ে ১০৭ বলে ৪৮ রান সংগ্রহের সুবাদে, অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, পোলস্টারের আদিত্য যাদব ৮৭ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০০ রান সংগ্রহ করে। দ্বীপায়ন দেববর্মা ৬১ বলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও দুইটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬৮ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে পোলস্টারের পৌরুষ মিশ্র ৬০ রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল। কসমোপলিটনের সৌরভ কর ও শংকর পাল পেয়েছে চারটি করে উইকেট, যথাক্রমে ২১ ও ২৭ রানের বিনিময়ে।

অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন তরুণ সংঘ মূল পর্বের লক্ষ্যে এগিয়ে কর্ণেল সি সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে তরুণ সংঘ। হারিয়েছে ২১০ রানের বিশাল ব্যবধানে, প্রগতি প্লে সেন্টারকে। টানা চার ম্যাচে জয় অর্থাৎ অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূলপর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। টিকিট আগেই পেয়েছিল। তবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নে দলের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছে তরুণ সংঘের সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা। টিআইটি গ্রাউন্ডে বেলা একটার ম্যাচে টস-এ হারলেও তরুণ সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ২২৪ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ইন্দ্র রাণী জমাতিয়া দুর্দান্ত সেঞ্চুরি পায়। চলতি সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এটিই প্রথম শত রান। ইন্দ্র রানী ৫৬ বল খেলে কুড়িটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ১০৪ রান সংগ্রহ করে। ওপেনার তথা ক্যাপ্টেন ও উইকেট কিপার ঝুমকি দেবনাথও ৫৪ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে সংগৃহীত ৮৪ রান বেশ উল্লেখযোগ্য।

জবাবে প্রগতি প্লে সেন্টারের ব্যাটার্সরা ব্যাট করতে নামলে তরুণ সংঘের প্রিয়াঙ্কা, রুম্পা ও শিউলির বোলিং দাপটে মাত্র ১৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়, ১১.১ ওভার খেলে। প্রিয়াঙ্কা সাহার (৪-২-১২-৫) বোলিং উল্লেখযোগ্য। শিউলি চক্রবর্তী কোনও রান না দিয়ে এবং রুম্পা সিংহ দুই রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ইন্দ্র রানী পেয়েছেন প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সকালে টিআইটি গ্রাউন্ডে গ্রুপের অপর খেলায় কর্নেল কোচিং সেন্টার ৬০ রানের ব্যবধানে ক্রিকেট অনুরাগী কে পরাজিত করে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে। এই জয়ের সুবাদে কর্নেল কোচিং সেন্টার মূল পর্বের আশা জিইয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তী ম্যাচ ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে। এতে যে দল জয়ী হবে, গ্রুপ সি থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে তারাই মুল পর্বে খেলবে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্নেল কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ক্রিকেট অনুরাগী ১৮.৫ ওভার খেলে ৬৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী কর্নেল কোচিং সেন্টারের নিকিতা সরকার বোলিংয়ে (৪-১-৬-৩) এবং ব্যাটিংয়ে ৪৫ বলে ৪৩ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া জুয়েল বাউলের ৪৪ রান এবং নড়িয়া দেববর্মার ২৩ রানে তিন উইকেট ও হাবিজা বেগমের ৬ রানে ২ উইকেট দখল উল্লেখ করার মতো।

বিদ্যাসাগর কোচিং সেন্টারের লক্ষ্মী দেবনাথের ২৪ রান, সোনালি মালাকারের ১৪ রান, বোলিংয়ে তৃষা দেবনাথের ১৩ রানে তিন উইকেট এবং লক্ষ্মী দেবনাথ ১৪ রানে ২ উইকেট পেলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি. নিউ প্লে সেন্টার এর অর্পিতা ঘোষ আট রানে ২ উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। ব্যাটিংয়ে প্রিয়াঙ্কা ২৩ রান পেয়েছিল।

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন মৌচাক মূলপর্বে খেলবে ২য় দলের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। খেলা ছিল মৌচাক ক্লাব এবং আগরতলা কোচিং সেন্টারের মধ্যে। মাঝামাঝি পর্যায়ে ভারী বর্ষণে ম্যাচ ভেস্তে গেলে শেষ পর্যন্ত দুই দল দুই-দুই করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। আখেরে মৌচাক ক্লাব অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্ব অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। মূল পর্বের টিকিট আগেই পেয়েছিল। তবে আজ গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের খেতাব পেলো। এদিকে, গ্রুপ বি থেকে রানার্স আপ হিসেবে আগরতলা কোচিং সেন্টার এবং চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের মধ্যে একদল উন্নীত হবে। তবে তা নির্ভর করছে আগামীকাল (রবিবার) গ্রুপ লিগ পর্যায়ের অন্তিম দিনের খেলার ফলাফলের উপর। চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার খেলবে এডি নগর প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। অপরদিকে আগরতলা কোচিং সেন্টার খেলবে ইউনাইটেড বি এস টি-র বিরুদ্ধে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকালের ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি আট উইকেটের ব্যবধানে এডি নগর প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। টস পক্ষে না এলেও প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে এ ডি নগর প্লে সেন্টার নির্ধারিত কুড়ি ওভারে পাঁচ উইকেটে ৬৫ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে ইউনাইটেড বিএসটি ১২.৩ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের সাহিলি দেববর্মা ৩-০-৮-২ বোলিং পারফরম্যান্সে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। বেলা একটার ম্যাচে মৌচাক ক্লাব টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৮ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৩৯ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। মৌটুসী দে ৪৯ বল খেলে নটি বাউন্ডারি সহযোগে ৫৫ রান সংগ্রহ করেছিল।

পাক সেনা উপদেষ্টার মতো পিএসএল-এ ‘গলা কাটার’ ভঙ্গি আমিরের

পহেলগাঁও জঙ্গিহানার ঘটনায় চরম ক্ষুব্ধ দেশবাসী। এই আবহে ভারতে পিএসএল অর্থাৎ পাকিস্তান সুপার লিগের সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঘুরিয়ে যেন পাক লিগেও ছায়া পড়েছে দু'দেশের সম্পর্কের অবনতির। ঠিক যেভাবে পাকিস্তান সেনা ও বায়ুসেনার উপদেষ্টা ‘গলা কেটে নেওয়ার’ হুমকি দিয়েছিলেন, উইকেট তুলে সেই ভঙ্গিই করলেন পাক পেসার মহম্মদ আমির।

পাকিস্তান সুপার লিগে ম্যাচ চলছিল পেশোয়ার জালমি ও কোয়েট্টা গ্ল্যাডিয়েটার্সের। সেখানে ম্যাচের শুরুতেই বাবর আজমের মাথায় আছড়ে পড়ে আমিরের বাউন্সার। সঙ্গে সঙ্গে কনকাশন পরীক্ষা করতে হয়। যদিও বড়সড় কোনও সমস্যা হয়নি। ফের ব্যাটও করতে নামেন বাবর। কিন্তু ততক্ষণে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে যায়।

নিজের পরের ওভারে এসেই বাবরের উইকেট নেন আমির। পাক পেসারের ইন সুইঙ্গারের কোনও জবাব ছিল না বাবরের কাছে। রিভিউ নিয়েও এলবিডব্লুর হাত থেকে রেহাই পাননি। আর তারপরই শুরু আমিরের গর্জন। দৌড়ে এগিয়ে যান ডাগ আউটের দিকে। সেখানে ছিলেন কিংবদন্তি ভিভিয়ান রিচার্ডস। তাঁর দিকে তাকিয়ে গলা কেটে নেওয়ার ভঙ্গি করেন আমির। এখানেই শেষ নয়। তারপর হাত দিয়ে যে ইঙ্গিতটি করেন, তাতে অনেকে মনে করছেন এটা ‘বোম ফাটানোর’ ইঙ্গিত।সেই নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। পহেলগাঁও জঙ্গিহানার পর লন্ডনে পাক হাইকমিশনের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়ে ছিলেন প্রবাসী ভারতীয়রা। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ভারতীয় বায়ুসেনা অফিসার অভিনন্দন বর্তমানের ছবি দেওয়া একটি পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন প্রবাসী ভারতীয়রা।

শ্রীপর্ণার মুকুটে আরও তিনটি স্বর্ণপদক ভারত সেরার তালিকায় ত্রিপুরার নাম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভারত সেরা শ্রীপর্ণা। ত্রিপুরার সোনার মেয়ে। অল অ্যারাউন্ড চ্যাম্পিয়নশিপে যে শ্রীপর্ণা শুক্রবার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছিল, আজ, শনিবার অ্যাপারেটাস ইভেন্টে আরও তিনটি রঙিন পালক যুক্ত হলো শ্রীপর্ণার মুকুটে। ভোল্টিং টেবিল, ব্যালান্সিং বীম, ফ্লোর এক্সারসাইজ -- তিনটি অ্যাপারেটাস বিভাগেই শ্রীপর্ণা সারাদেশের সমস্ত জিমন্যাস্ট-দের তাক লাগিয়ে স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছে। আন-ইভেন বার অ্যাপারেটাস তার পক্ষে আসেনি বলে একটা পদক হাতছাড়া হয়েছে। তবে জাতীয় আসরে চারটি স্বর্ণপদকে ভূষিত শ্রীপর্ণা সত্যি আবারও ত্রিপুরার নাম দেশের মাটিতে উজ্জ্বল করে তুলেছে। জাতীয় জিমন্যাস্টিক্স আসরে অল অ্যারাউন্ড রেংকিং এ শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জন করে স্বর্ণপদক বিজয়। সেটা শুক্রবারের ঘটনা। মহারাষ্ট্রের পুনেতে আয়োজিত জুনিয়র এবং সিনিয়র আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্স জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-২৬ এ বালিকা বিভাগে ত্রিপুরার শ্রীপর্ণা দে ভোল্টিং টেবিলে ১১. ৫৫; আন-ইভেন বার-এ ৮.৩০; ব্যালেন্স বীম-এ ১১.৩৫; ফ্লোর এক্সারসাইজে ১১.২০; সর্বমোট ৪২.৪০ পয়েন্ট নিয়ে শুক্রবারে প্রথম স্থান অধিকার করার মধ্য দিয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে। আজ, শনিবার ভোল্টিং টেবিলে ১১.৮০০; ব্যালান্সিং বীমে ১১.০৩৩; ফ্লোর এক্সারসাইজে ১০.৩০০ পয়েন্ট করে তিন তিনটি স্বর্ণপদক জিতে নিয়ে সোনার মেয়ে শ্রীপর্ণা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত।

শ্রীপর্ণার সাফল্যের খবরে তার কোচ এবং রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অভিনন্দনের জোয়ার বয়ে চলেছে। প্রতিযোগিতা শেষে আগরতলায় ফিরলে উষ্ণ সংবর্ধনার কথা ভাবছেন সবাই।

সি ডিভিশন ফুটবলের উদ্বোধন আজ কদমতলী যুব সংস্থার জার্সি স্পন্সর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ঘরোয়া তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবল দিয়েই এবছর শুরু হতে চলেছে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের ফুটবল মরশুম। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামীকাল রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে নৈশকালীন ম্যাচ দিয়েই শুরু হতে চলেছে তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবল। এর জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী পর্বে উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য ইতিমধ্যেই ফুটবল এসোসিয়েশনের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্যের খাদ্য পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে। এবছর এই টুর্নামেন্টে অংশ নেয় মোট ১৬ টি দল। রাজ্যের ঘরোয়া তৃতীয় ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে এবারই প্রথম খেলা হবে নৈশকালীন। এদিকে ঘরোয়া এই ফুটবল আসরকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই জোরদার প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে অংশগ্রহণকারী দলগুলি। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী দ্বিতীয় দিন ময়দানে নামবে কৃষ্ণনগর কদমতলী যুব সংস্থা।শনিবার সংস্থার গৃহে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দলের ফুটবলারদের হাতে নতুন জার্সি তুলে দেন ক্লাব কর্মকর্তারা। আর এই জার্সি স্পন্সর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি সুনীল ধর, সম্পাদক দিলীপ দেববর্মা ও কোষাধক্ষ্য গৌতম দেবনাথ সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা। ভালো খেলা প্রদর্শন করা এবং স্থানীয় ফুটবলারদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এবছর দল গঠন করেছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান ক্লাব কর্মকর্তারা। কদমতলা যুব সংস্থার প্রথম ম্যাচে

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে সদর এ চ্যাম্পিয়ন সন্দীপন দাসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে সদর এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। খোয়াই পেয়েছে রানার্স আপ খেতাব। শনিবার বৃষ্টি বিঘ্নিত ফাইনাল ম্যাচে সদর ‘এ’ ডি এল এস মেথডে ৩০ রানে পরাজিত করে খোয়াই মহকুমাকে। উদয়পুরের জামজুরি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের খেতাব নির্ণয় ম্যাচটি। তাতে সদর এ-র গড়া ২০৬ রানের জবাবে বৃষ্টির জন্য যখন খেলা বন্ধ হয় তখন খোয়াই মহকুমা ২৪ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ৬৯ রান করেছিলো। ওই সময় খোয়াই মহকুমার দরকার ছিল ১০০ রান। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সদর ‘এ’ নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২০৬ রান করে। রাজ্য আসরে প্রায় প্রতি ম্যাচের মতো এদিনও ব্যাট হাতে জ্বলে ওঠে দলনায়ক সন্দীপন দাস। সন্দীপন ৮৬ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭১ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষে বিজয় যাদব ৪৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, অক্ষিত দেবনাথ ২৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, অয়ন দেবনাথ ৫৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং চন্দ্রশান্ত গোস্বামী একুশ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪০ রান। খোয়াই মহকুমার পক্ষে শুভজিৎ পাল চল্লিশ রানে তিনটি এবং দীপ শীল ২৩ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে সদরের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে ২৪ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬৯ রান করতে সক্ষম হয় খোয়াই মহকুমা বৃষ্টি যখন নামে। দলের পক্ষে আয়ুষ নম দাস ৬৩ বল খেলে ২১ এবং প্রলয় দেবনাথ ৫১ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান।

সদর মহকুমার পক্ষে সন্দীপন দাস ১৮ রানের দুটি উইকেট দখল করে। খেলা শেষে বৃষ্টির মধ্যেই বিজয়োল্লাসে মেতে উঠে সদর ‘এ’র ক্রিকেটাররা। রাজ্য সেরা হওয়ার পুরো কৃতিত্ব ক্রিকেটারদের দিয়েছেন কোচ জয়ন্ত দেবনাথ।

র‍্যাপিড দাবায় শীর্ষে দেবাঙ্কুর আরাধ্যা, শাক্য, অগ্রজিতও এগিয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শীর্ষে দাবাঙ্কুর ব্যানার্জি। প্রথম বর্ষ লাংমা নি হাদোক ফিডে রেটিং র‍্যাপিড দাবা প্রতিযোগিতায়। দু”দিনব্যাপী আসর শুরু হয়েছে শনিবার। মহকুমার স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। প্রথম দিনে পাঁচ রাউন্ডের খেলা হয়। পাঁচ রাউন্ডের শেষে পুরো ৫ পয়েন্ট নিয়ে এককভাবে শীর্ষে রয়েছেন সদর মহকুমার দেবাঙ্কুর ব্যানার্জি। সাড়ে চার পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস, শাক্য সিনহা মোদক এবং অগ্রজিত পাল। ৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কিংশুক দেবনাথ, অভিনব নাথ, সুব্রত চক্রবর্তী, অভিনয় দেববর্মা, মেহেদীপ গোপ, পৃথ্বীরাজ সাহা, অনুপম নাথ, রমেশ কলই, অন্তরীপ আচারিয়া, উমাশঙ্কর দত্ত, আদ্রুষ কর্মকার এবং অর্ণব বর্মন। রবিবার শেষ চার রাউন্ডের খেলা হবে। আসর পরিচালনা করছেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য। এদিকে উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে বেজায় খুশি বিভিন্ন মহকুমা থেকে অংশ নেওয়া দাবাড়ুরা। আগামী দিনেও যাতে এই খেলা বজায় রাখেন তার জন্য অনুরোধ করেন উদ্যোক্তা রাজু মজুমদার এর কাছে। রবিবার সকাল ১০ টায় ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলা শুরু হবে।

সূর্যবংশীর বৈভবে মন্ত্রমুগ্ধ ক্রিকেটবিশ্ব

জয়পুর: ”পিঙ্ক সিটি”-তে হুলস্থুল কাণ্ড। ১৪ বছর বয়সি বৈভব সূর্যবংশী ব্যাটিংয়ে চারিদিকে শোরগোল। মতান্তরে বিশ্বের সেরা টি-টোয়েন্টি লিগে এক ১৪ বছর বয়সি তরুণ তুর্কি সেঞ্চুরি হাঁকাচ্ছে, এই ঘটনা তো আর যা তা বিষয় নয়। তবে বৈভব যে শুধু শতরান হাঁকাল, তা নয়, তার সেঞ্চুরি এল বিশ্বমানের এক বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে, তাও আবার মাত্র ৩৫ বলে। আজ অবধি কোনও ভারতীয় এত কম বলে সেঞ্চুরি হাঁকাতে পারেনি। তাই স্বাভাবিকভাবেই বৈভবকে নিয়ে চারিদিকে হইচই।

ক্রিকেটপ্রেমীরা তো বৈভবের প্রতিভায় বিস্মিত বটেই, মন্ত্রমুগ্ধ ২২ গজের কিংবদন্তিরাও। সচিন তেন্ডুলকর থেকে ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা, সকলেই বৈভবকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বজয়ী অধিনায়ক তথা আইপিএলের সফলতম নেতা (ট্রফি জয়ের নিরিখে) রোহিত বৈভবের ইনিংসের পর নিজের সোশ্যাল মিডিয়ার একটি স্টোরিতে তার ছবি দিয়ে লেখেন, ”ক্লাস”।

সচিন নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ”বৈভবের অকুতোভয় মনোভাব, ব্যাট স্পিড, লেংথ দ্রুত বুঝতে পারা এবং দেওয়ার পিছনে খাটা খাটনির মিশেলে এই দুরন্ত ইনিংস তৈরি হয়েছে। ফলাফল: ৩৮ বলে ১০১। দারুণ খেলেছ।” টিম ইন্ডিয়ার বিশ ওভারের দলের নেতা সূর্যকুমার স্টোরিতে লেখেন, ”এই তরুণের সবকিছু লন্ডভণ্ড করে দেওয়া এক ইনিংসের সাক্ষী থাকলাম। একেবারে অবিশ্বাস্য।” যুবরাজ সিংহ আবার বৈভবের বয়সের কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি লেখেন, ”১৪ বছর বয়সে আপনারা কী করছিলেন? এই বাচ্চাটা চোখের পাতা না ফেলে বিশ্বের সেরা ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ব্যাট করছে। বৈভব সূর্যবংশীর নামটা মনে রাখবেন। ভয়ডরহীন মনোভাব নিয়ে ব্যাট করছে। পরবর্তী প্রজন্মকে সাফল্য পেতে দেখে বেশ গর্ববোধ করছি।” আর বৈভব যার রেকর্ড ভাঙলেন, সেই ইউসুফ পাঠানও কিন্তু তরুণ তুর্কির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পাঠান লেখেন, ”ভারতীয় হিসাবে দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ন হিসাবে আমার রেকর্ড ভাঙায় তরুণ বৈভব সূর্যবংশীকে অনেক অভিনন্দন। আমার মতো রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে এই ইনিংসটা খেলায় এটা আরও বিশেষ অনুভূতির। তরুণদের জন্য এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সত্যিই বিশেষ কিছু আছে হয়তো। তবে এখনও অনেকটা পথ পেরতে হবে চ্যাম্প।”

সূর্যবংশী ! উপহার ভারতীয় ক্রিকেটের

এ ভাবেও ব্যাট করা যায়! তা-ও ১৪ বছরের একটা ছেলে। বিহারের ক্রিকেটকে যাঁরা এত দিন পাত্তা দিতেন না, তাঁদের ক্রিকেট মস্তিষ্কের ধোলাই করে দিল বৈভব সূর্যবংশী।

সূর্যবংশী! এই একটা শব্দই যেন বৈভবের বীরত্ব, সাহসিকতাকে বুঝিয়ে দেয়। গুজরাত টাইটান্সের বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করার পর ১৪ বছরের কিশোর বলেছে, সে বোলার দেখে না, শুধু বল দেখে। মারার মতো বল মনে হলেই ব্যাট চালায়। তাই বলে বোলারের মুখ দেখবে না! বোলারদের কথা ভাববে না! পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারকে প্রশ্নটা করেই ফেললেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন স্পিনার মুরলি কার্তিক।

সূর্যবংশীর বৈভব মুগ্ধ করেছে তার সতীর্থদের। বাক্রুদ্ধ করে দিয়েছে প্রতিপক্ষ দলের ক্রিকেটারদেরও। গুজরাত অধিনায়ক শুভমন গিল বলেই ফেললেন, “পাওয়ার প্লেতেই (প্রথম ছ’ওভার) ম্যাচটা ছিনিয়ে নিল। আমরা খারাপ রান করিনি। কিন্তু দিনটা সূর্যবংশীর ছিল। দুর্দান্ত সব শট মারল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে।” ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করেন, আগামী দিনে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হতে পারেন শুভমন। গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিনিই ছিলেন রোহিত শর্মার ডেপুটি। আইপিএলের ম্যাচে প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কিছুটা সংযত মনে হল শুভমনকে। হতে পারে হতাশায় বেশি কথা বলতে চাইলেন না। হতে পারে পেশাদার ক্রিকেটার মোড়ক আলগা করলেন না। তবে নিশ্চিত ভাবেই আগামী দিনের দেশের সম্ভাব্য অধিনায়কের ‘নোটবুক’এ সূর্যবংশীর নাম উঠে গিয়েছে।

শুভমন সংযত থাকলেও জাতীয় দলে তাঁর ওপেনিং সঙ্গী যশস্বী জয়সওয়াল উচ্ছ্বাস প্রকাশে কার্পণ্য করলেন না। ১৪ বছরের সতীর্থ সম্পর্কে যশস্বী বললেন, “অসাধারণ ইনিংস। আমার দেখা অন্যতম সো ইনিংস। আশা করব সূর্যবংশী আমাদের দলের হয়ে এমন ইনিংস আরও খেলবে। এক সঙ্গে ব্যাট করার সময় ওকে শুধু বলেছিলাম, চালিয়ে যেতে। অবিশ্বাস্য। অসাধারণ সব শট মারল।” তিনি আরও বলেছেন, “অনুশীলনে কঠোর পরিশ্রম করে সূর্যবংশী। তারই ফল পেল। ওর ব্যাটিংয়ে একটা আলাদা মেজাজ রয়েছে। ওর জন্য আমার শুভকামনা থাকল।”

ব্যাটার পন্থের ব্যর্থতাই এখন দলের চিন্তার কারণ

আইপিএলে ১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লখনউ রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে। প্লে-অফের দৌড়ে রয়েছে তারা। কিন্তু ঋষভ পন্থের ব্যাটে রানের খরা চলছেই। প্রতিটি ম্যাচেই ব্যর্থ হচ্ছেন পন্থ। তাঁর ব্যর্থতা যে দলের কাছে ভাল বিষয় নয়, সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন মেন্টর জাহির খান।

আইপিএলে ১০টি ইনিংসে মাত্র ১১০ রান করেছেন পন্থ। বিভিন্ন ধরনের শট খেলতে গিয়ে উইকেট খুইয়েছেন। দলকে জেতানোর বদলে ডুবিয়েছেন। পন্থের ব্যাটিং যে চিন্তার কারণ তা বুঝিয়েছেন জাহির।

লখনউ মেন্টরের কথায়, “নেতা হিসাবে সব কিছু ঠিকঠাক করছে পন্থ। তবে ব্যাটার হিসাবে বলতে পারি, মিডল অর্ডার ওর উপরেই নির্ভরশীল দল। আমি নিশ্চিত ম্যাচে প্রভাব ফেলার মতো ইনিংস পন্থ দ্রুত খেলতে পারবে। শুধু একটা ভাল ইনিংসের দরকার।”

২৭ কোটি দামই কি পন্থকে চাপে রেখেছে? মানতে চাননি জাহির। বলেছেন, “আমার সেটা মনে হয় না। ও দলের নেতা এবং সেই দায়িত্ব দারুণ ভাবে পালন করেছে। তার দাম তো দেওয়া দরকার। দলের প্রত্যেকে যাতে স্বস্তিতে থাকে, সেই চেষ্টা করে যায় সব সময়। সবার কথা শোনে এবং সব পরিকল্পনায় সাহায্য করে।”পন্থ যখন খেলতে নামছেন, তখন বড় অর্থের চাপ বোঝা হয়ে যাচ্ছে, এমনটাও মনে করেন না জাহির। তাঁর কথায়, “পন্থের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আপনারা সবাই পরিচিত। আগের ম্যাচে কী হয়েছে সেটা দ্রুত ভুলে গিয়ে পরের ম্যাচে কী হবে সেটা নিয়ে ভাবে। খুব আশাবাদী মানুষ। সাজঘরের পরিবেশ ভাল রাখে।”

পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা ভারতের গ্রামীণ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। দেশের সার্বিক উন্নতিতে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে সারা দেশের মধ্যে রাজ্যের পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সম্প্রতি রাজ্যের গোমতী জেলা এবং ধলাই জেলার গঙ্গানগর ব্লক প্রাইম মিনিস্টার্স অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশান ২০২৪- এ পুরষ্কৃত হয়েছে। পঞ্চায়েত স্তরে উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ত্রিপুরা ৭টি জাতীয় পঞ্চায়েতী রাজ পুরষ্কার পেয়েছে। রাজ্যের উন্নয়ন সঠিক দিশায় চলছে বলেই দেশের প্রায় আড়াই লক্ষ পঞ্চায়েতের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন পঞ্চায়েত জাতীয়স্তরে পুরস্কৃত হচ্ছে। কাজের প্রতি সততা, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা এবং স্বচ্ছতার জন্যই এটা সম্ভবপর হয়েছে। এই কৃতিত্ব সবার। আজ অরুন্ধুতিনগরের স্টেট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারের গ্রাম স্বরাজ ভবনে পঞ্চায়েতীরাজ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

তিনি বলেন, পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা ভারতের গ্রামীণ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। কারণ স্থানীয় জনগণ এর সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে গ্রামস্তরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল, রাস্তা ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের রূপরেখা তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর গ্রামোন্নয়নে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি সবসময় বলেন, গ্রামের উন্নতি ছাড়া দেশ ও রাজ্যের সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে গত দু"বছরে ৪৪টি নতুন পঞ্চায়েত ভবন, ৪টি ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টার এবং ৮টি পঞ্চায়েত লার্নিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। ১৫টি পঞ্চায়েত সহ ২৫টি প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক মানের আইএসও-এর মর্যাদায় উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারে রাজ্যের প্রতিটি স্তরে ই-অফিস চালু হয়েছে। অনলাইন লেনদেন ও ইউপিআই পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু রয়েছে প্রতিটি পঞ্চায়েতে যা শুধু সময়োপযোগী পদক্ষেপই নয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতীক। জনগণের সমস্যা নিরসনে রাজ্যে চালু "আমার সরকার" পোর্টালটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পঞ্চায়েতগুলিকে মডেল পঞ্চায়েত হিসেবে গড়ে তুলতে চীফ মিনিস্টার মডেল ভিলেজ স্কিমের মাধ্যমে সহায়তা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত পঞ্চায়েত ডিভলিউশান ইনডেক্স অনুযায়ী ত্রিপুরা দেশের মধ্যে সপ্তম স্থান দখল করেছে। যেখানে ২০১৫ সালে ত্রিপুরার স্থান ছিল ১৩তম। পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সেও রাজ্যের ৩.৬ শতাংশ পঞ্চায়েত এ-ক্যাটাগরিতে রয়েছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার জন্য পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি সহ কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশাগ্রস্থ দুই যুবকের হাতে রক্তাক্ত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ মে।। দুই উশৃংখল নেশাগ্রস্ত যুবক নেশা সামগ্রী ক্রয় করার জন্য ওই সাধুর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে যায়। কিন্তু সেই সাধুর কাছে টাকা না পেয়ে তার উপর হামলে পড়ে। নেশাগ্রস্ত সেই যুবক বেধড়কভাবে সে সাধুকে মারধর করে যার ফলে সেই সাধু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং রক্তাক্ত করে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়।

প্রসঙ্গত, সত্যিই আমাদের সমাজ কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। নেশার সাম্রাজ্য যেন চারিদিকে সমাজ"কে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। আর সেই নেশার কবলে পড়ে একাংশ যুবকরা তাদের মানসিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। সেই নেশার টাকার যোগান দিতেই একাংশ নেশাগ্রস্ত উশৃংখল যুবক বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজ,চুরি থেকে শুরু করে মানুষের উপর হামলে পড়ছেন। এমনই এক ঘটনা উঠে আসলো তেলিয়ামুড়া থেকে।

সংবাদে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া নেতাজি নগর স্থিত শ্মশান ঘাটে দীর্ঘদিন ধরে এক সাধু বাস করে আসছিলেন। শনিবার সকাল নাগাদ দুই উশৃংখল নেশাগ্রস্ত যুবক নেশা সামগ্রী ক্রয় করার জন্য ওই সাধুর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে যায়। কিন্তু সেই সাধুর কাছে টাকা না পেয়ে তার উপর হামলে পড়ে। নেশাগ্রস্ত সেই যুবক বেধড়কভাবে সে সাধু"কে মারধর করে যার ফলে সেই সাধু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং রক্তাক্ত করে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়।

তবে স্থানীয়রা সেই দুই যুবকের মধ্যে একজনের পরিচয় জানতে পেরেছে যার নাম ভজন দেবনাথ, বাড়ি চাকমাঘাট বলে জানা গিয়েছে। পরবর্তী সময় স্থানীয়রা অ্যাম্বুলেন্সের সহায়তায় সেই সাধুকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে সেই সাধুর চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। জানা গেছে ওই সাধুর নাম দীপক আচার্য্য, তার বাড়ি খয়েরপুর এলাকায়। আজ থেকে দীর্ঘ কয়েক বছর পূর্বে উনি সংসারে মায়া ত্যাগ করে সন্যাস ধর্ম গ্রহন করেন। তবে শনিবার সকালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। তৎসঙ্গে দাবি উঠছে উপযুক্ত তদন্তক্রমে প্রশাসন সেই নেশাগ্রস্ত ২ যুবক"কে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি প্রদানের।

প্রায় ২ মাস পর খোয়াইয়ের শিক্ষকের চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। প্রায় ২ মাস পর খোয়াইয়ের শিক্ষকের চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। খোয়াই থানাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওই শিক্ষক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত মার্চ মাসে খোয়াই এর এক সুপরিচিত শিক্ষক এর বাড়ি থেকে দিন দুপুরে ওনার নিজের বাইক চুরি করে নিয়ে যায় চোর। এই ঘটনাটি শিক্ষক অলক দাসের নিজের এলাকা দক্ষিণ জাম্বুরা ও খোয়াইতে চাউর হতে মহকুমা এলাকার জনগণ স্তম্বিত হয়ে পড়ে। খোয়াই থানাতে গোটা বিষয়টি জানিয়ে লিখিত আকারে জি ডি এন টি করা হয়। এই মাসের ২ তারিখ খোয়াই জেলার অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া তিশা বাড়ি জিআরপি থানার পুলিশ এই বাইকের মালিক অলক দাস কে ডেকে নিয়ে বাইকের সম্পূর্ণ কাগজ ভেরিফাই করে বাইকটি তুলে দেন।

আজ যথারীতি বাইকের মালিক অলক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রী সুশান্ত

গত অর্থবছরে পরিবহন দপ্তর ১৫৫ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। পরিবহণ দপ্তর বর্তমানে সারা রাজ্যে ১৫০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ণের কাজ করছে। তবে এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ণের কাজ গুণগতমান বজায় রেখে ও যথাসময়ে করতে হবে। আগামীদিনে পরিবহণ দপ্তরের আরও নতুন নতুন প্রকল্প রাজ্যের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে। পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ রাজ্য সোনারতরী অতিথি নিবাসের কনফারেন্স হলে পরিবহণ দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন।

পর্যালোচনা সভায় "স্পেশাল এসিসটেন্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটেল ইনভেস্টমেন্ট" ২০২৪-২৫ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এতে রয়েছে বিভিন্ন মোটর স্ট্যান্ড নির্মাণ, জেলা পরিবহণ ভবন নির্মাণ, সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ উদযাপন, আঞ্চলিক ড্রাইভিং টেস্টিং সেন্টার, ই-চালান, বাহন ও সারথী প্ল্যাটফর্ম, ইন্টার স্টেট বাস টার্মিনাল, গুড সামারিটন, কমিশনারেট বিল্ডিং নির্মাণ প্রভৃতি প্রকল্প। পর্যালোচনা সভায় পরিবহণ দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া, পরিবহণ দপ্তরের কমিশনার সুব্রত চৌধুরী, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগী, ট্রাফিক সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর, পূর্ত দপ্তরের (আর এন্ড বি) অতিরিক্ত মুখ্য বাস্তুকার অনুপ কুমার দাস, এস বি আই ব্যাঙ্ক এর রিজিওন্যাল ম্যানেজার তমাল কিশোর দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও জেলা পরিবহণ আধিকারিক, জেলা ট্রাফিক আধিকারিক, জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, এনআইসি, গ্রামোন্নয়ন, আইটি, মোটর ভ্যাহিকেল পরিদর্শকগণ, ত্রিপুরা আবাসন ও নির্মাণ পর্ষদের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যালোচনা সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, পরিবহণ দপ্তরের সাথে অন্যান্য দপ্তরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযোগ রয়েছে। সভায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের বলা হয়েছে সারা রাজ্যে যে সকল প্রকল্পের কাজ চলছে তার গুণমান বজায় রেখে সঠিক সময়ে যেন কাজ সম্পন্ন করা হয়। কোথাও যাতে কোন ধরণের গাফিলতি না থাকে।

তিনি বলেন, জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য পরিবহণ দপ্তর ও ট্রাফিক দপ্তর প্রতি বছর সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করে। এই জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানকে স্কুল, কলেজ সহ তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। তিনি বলেন, দুর্ঘটনায় আহত হলে স্থানীয় জনগণের সাহায্যে আহতদের উদ্ধার করে কিভাবে হাসপাতালে পৌছে দেওয়া যায় ও জীবন বাঁচানো যায় সে লক্ষ্যে বিগত দিনে কেন্দ্রীয় সরকার "গুড সামারিটান" বিষয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আহতকে হাসপাতালে পৌছে দিতেন কেন্দ্রীয় সরকার তাকে নগদে ৫ হাজার টাকা দিতেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই স্কিমটার নাম বদলে "রাহ বীর" প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই নতুন স্কিমকে আরও অধিক জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে এই অর্থ ৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করেছে।

তবে বর্তমানে "রাহ বীর" স্কীম সম্পর্কে রাজ্যের অনেকেই অবগত না হওয়ায় জেলা পরিবহণ আধিকারিক ও পুলিশকে এবিষয়ে জনগণকে আরও সচেতন করতে হবে। তিনি বলেন, পরিবহণ দপ্তর ক্যাশলেস সিস্টেম চালু করেছে। গত অর্থ বছরে পরিবহণ দপ্তর ১৫৫ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করেছে। ক্যাশলেস সিস্টেম চালু হবার পর তাতে স্বচ্ছতা এসেছে। রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ই-চালানের বিষয়ে পরিবহণমন্ত্রী বলেন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ট্রাফিক দপ্তর, এন আই সি, পরিবহণ প্রভৃতি দপ্তর মিলে নতুন ভাবে এস ও পি তৈরী করে ই-চালানকে আরও স্বচ্ছতার সাথে কিভাবে করা যায় এর চিন্তা ভাবনা চলছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে গোমতী নদীর মহারাণীতে নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং এর কাজ চলছে। মহারাণীতে জেটি ও আরও নৌকা দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাতে ছবিমুড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষনীয় করে তোলা যায়। পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পর্যালোচনা সভায় বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক রাজেশ দাস। সভায় পরিবহণ দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া, পরিবহণ কমিশনার সুব্রত চৌধুরী, ট্রাফিক সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ আলোচনায় অংশ নেন।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডারে ১৯টি নতুন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড যুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। প্রতি অর্থবছরের ন্যায় ২০২৫-২৬-এর জন্যও এই ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে। লোক সংস্কৃতির বিকাশ, সামাজিক, ধর্মীয় পর্যটনকে ভিত্তি করে বিভিন্ন মেলা ও উৎসব, মনীষী ব্যক্তিত্বদের স্মরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এই ক্যালেন্ডারে সাংস্কৃতিক কর্মশালা, আন্তঃরাজ্য সাংস্কৃতিক বিনিময়, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সহায়তার বিষয়ও রাখা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এ বছরে আরও ১৯টি বিভিন্ন নতুন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সংযুক্ত করা হয়েছে।

এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কাঞ্চনপুরে বিউ পরব, উদয়পুরে জাগরণী উৎসব, সারুমে দৈত্যেশ্বরী মেলা, কুমারঘাটে পাওল কাট, বিশালগড়ে সৃজন উৎসব, কমলপুরে বিশ্বরূপ উৎসব, চড়িলামে সংহতি উৎসব, কল্যাণপুরে শ্রীকণ্ঠ সাংস্কৃতিক উৎসব, লংতরাইভ্যালি মহকুমার বাবা লংতরাই মেলা। এছাড়াও চা উৎসব, কালাপানিয়া উৎসব, ফাগুয়া উৎসব, কীর্তন উৎসবও রয়েছে। এবছর থেকে প্রথমবারের মতো বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ছুটি উপলক্ষ্যে ভীষ্মদেব শিশু নাটক প্রতিযোগিতা সারা রাজ্যে আয়োজন করা হবে।

কৈলাসহরের রেল, বিমানবন্দর চালু ও ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। কৈলাসহরের রেল, বিমানবন্দর চালু ও ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন করার দাবিতে ধর্মনগর- কৈলাসহর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সামিল হয়েছে কংগ্রেস। এর ফলে রাস্তার দু"ধারে বিশাল সংখ্যায় যানবাহন আটকে পরে। অল্প কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দরা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেয়।

আজ কৈলাসহর চিনি বাগান এলাকায় কৈলাশহর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রায় হাজার খানের আদিবাসী কংগ্রেসদের নিয়ে এক দিনের সম্মেলন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উপজাতি কংগ্রেসদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি কৈলাশহরের বিধায়ক বিরোজিৎ সিনহা, কৈলা শহর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান। আদিবাসী কংগ্রেস নেতা বিব্রধর ত্রিপুরা। বীরেন্দ্র দেববর্মা, রাম বাহাদুর সিং, জয়নাল হালাম, টিংকুমা ডারলিং, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্য, ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস নেতা কেবল নন্দী, কংগ্রেস নেতা সৌমিত্র বিশ্বাস, সহ উপজাতি কংগ্রেস নেতারা এবং কর্মীরা।

এদিন মূলত সংবিধান বাঁচাও এই দাবি নিয়ে চিনি বাগানে প্রায় তিন ঘন্টা সভা চলে। বিধায়ক বিরজীৎ সিনহার নেতৃত্বে কৈলাশহর ধর্মনগর চিনি বাগান এলাকায় প্রায় ২০ মিনিট জাতীয় সড়কে অবরোধ করেন এবং ধর্ণা মূলত দাবি ছিল কৈলাশহর বিমানবন্দর চালু, প্রতিটি জেলার সঙ্গে কৈলাশহরে , কৈলাসহর বিমানবন্দর চালু এবং অতিসত্বর এডিসি ভিলেজে নির্বাচন করা হোক।

সন্তানকে স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কবলে বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। নিজের সন্তানকে স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পথে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে পিতা এবং শিশু। ওই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত মহারানীপুর পেট্রোল পাম্প সন্নিহিত এলাকাতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিপ্লব চক্রবর্তী নামের এক ব্যক্তি যখন তাঁর ছেলেকে সারদাময়ী স্কুল থেকে চাকমা ঘাটের নিজ বাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন উচ্চগতি সম্পন্ন একটা ম্যাক্স গাড়ি মহারানীপুর এলাকাতে তাদের ধাক্কা দেয়। পরবর্তী সময়ে ওই গাড়িটি দ্রুতগতিতে এসে নেতাজি নগর ট্রাফিক পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকাতে আরেকটা গাড়িকে ধাক্কা মারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা সাথে সাথে ওই গাড়ির চালককে ধরে উত্তম মধ্যম প্রদান করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

এদিকে গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই উন্মত্ত চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি ব্যাবস্থা গ্রহণ করে। যেভাবে প্রতিনিয়ত শুধু তেলিয়ামুড়া নয় বিভিন্ন জায়গাতেই অনিয়ন্ত্রিত যান চালনার জন্য যান দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে তা নিশ্চিতভাবে সভ্য সমাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আতঙ্কের বিষয় ,এতে সন্দেহ নেই।

মোহনপুরে গো পালকদের মধ্যে উন্নত প্রজাতির ঘাস বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পে গত অর্থবছরে মোহনপুর ব্লকে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে ৩-১২ মাস বয়সী গরুর মধ্যে পুষ্টির যোগান বজায় রাখার জন্য গো পালকদের মধ্যে উন্নত প্রজাতির ঘাস বিতরণ করা হয়। মোট ২৫৫ জন পশুপালকের মধ্যে এগুলি বিতরণ করা হয়। এর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আবারো উন্মেষ হোম থেকে পালালো দুই নাবালক শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। আবারো ও গোকুলনগর সিটিআই ক্যাম্প এলাকায় উন্মেষ হোমের কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডে আবারো হোম থেকে পালালো দুটি শিশু। শনিবার বিকেলে বিশালগড় থানার তৎপরতায় উদ্ধার দুই শিশু।

উন্মেষ হোমটি বিশালগড় মহাকুমার অন্তর্গত গকুলনগর সিটিআই ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। পরবর্তী সময়ে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা ওই শিশুদের হোমে নিয়ে যায়। রুমে থাকা অবস্থায় ওই নাবালকদের সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে পারেনি।শিশুদের উপর অমানবিক অত্যাচার ও দেখাশোনার অভাবে হুমের ওয়াল টপকে দুই শিশু পালিয়ে যাই।গোকুলনগর রাস্তারমাথা থেকে বিশালগড় থানার পুলিশ তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন শনিবার সকালে। বিকেল পর্যন্ত দুই শিশু নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ উদাসীন। বিশালগড় থানা তৎপরতায় চাইল্ডর লাইনের কর্মীরা বিশালগড় থানায় আসেন। তার আগেও হোম থেকে দুটি শিশু পালিয়ে গিয়েছিলো কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব জ্ঞান হীনতা ও তাদের অত্যাচারে। এই দিনে হোমে থাকা গার্ড অর্জুন দাস সাহসিকতার সহিদ জানিয়েছেন শিশুরা পালিয়ে যেতে পারি। তাতে ওনার কিছু যায় আসে না। জানা যায়, শিশুদের উপর এই হোমে প্রচন্ডভাবে অত্যাচার করছেন কর্তৃপক্ষরা। তাই প্রত্যেক সময় তাদের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার কারণে শিশুরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় যদি শিশুরা পালিয়ে যাওয়ার পথে কোনো রকম দুর্ঘটনা হয় তার দায়িত্ব কে নেবে? এমনটাই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন হোমের ইনচার্জ রণবীর দাসের বিরুদ্ধে

গত অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় ৬১ হাজার ৫৬৩টি বাড়িতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে সম্প্রতি জিলা পরিষদের দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। দারিদ্র দূরীকরণ স্থায়ী কমিটির সভাপতি নিয়তি ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির অন্যান্য সদস্য-সদস্যাগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের আধিকারিক জানান, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত পশ্চিম জেলায় ৬১ হাজার ৫৬৩টি বাড়িতে জলজীবন মিশনে পাইপ লাইনে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ২০টি নতুন গভীর নলকূপ খনন এবং চালু করা হয়েছে। ৩০টি অগভীর নলকূপ খনন ও চালু করা হয়েছে। ১১৮টি আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের পশ্চিম জেলা কার্যালয়ের আধিকারিক জানান, গত অর্থ বছরে পশ্চিম জেলায় ৩০০ হেক্টর জমিতে পাম ওয়েল চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ২২৮ হেক্টর জমিতে এই পাম ওয়েল চাষ করা হয়েছে। সভায় শ্রম দপ্তরের জেলা শ্রম পরিদর্শক জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে প্রথম শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ৫,৯৯২ জন ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪০০ টাকা। ৩৪টি পরিবারকে পরিবারের সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এজন্য ৫৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ২১টি পরিবারকে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। দূরারোগ্য রোগ ব্যধির চিকিৎসার জন্য জেলার ২৬টি পরিবারকে চিকিৎসার জন্য ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬৫০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

জেলা শ্রম পরিদর্শক সভায় আরও জানান, জেলার গতবছর বন্যাকবলিত ১০,৯৪৬টি নির্মাণ শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এতে ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া জেলার ৩৬ জন নির্মাণ শ্রমিক পেনশন স্কিমে প্রতিমাসে ১০০০ টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মোহনপুর মহকুমা বিভাগের আধিকারিক জানান, গতমাসে মোহনপুর মহকুমায় এমজিএন রেগায় ২৬৯টি শ্রমদিবসের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

রক্তের ঘাটতি পূরণে খোয়াই জেলায় সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ মে।। খোয়াই জেলায় রক্তের ঘাটতি পূরণের জন্য সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে জেলাশাসক রজত পন্থের সভাপতিত্বে বাৎসরিক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের তালিকা তৈরির বিষয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিএসি চেয়ারম্যান ভানলাল রাঙ্খল, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক চারু ভার্মা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক দীনেশ দেববর্মা, খোয়াই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. পদ্মরাম জমাতিয়া, জেলা হাসপাতালের সুপার ডা. শরদিন্দু রিয়াং প্রমুখ। বৈঠকে জেলাশাসক বলেন, জেলায় রক্তের ঘাটতি পূরণে জেলাশাসক কার্যালয়, মহকুমা শাসক কার্যালয় ও জেলা হাসপাতাল সমূহে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করতে হবে। এরজন্য বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়, বিএসএফ, টিএসআর ও আরক্ষা কর্মীদের যুক্ত করে প্রতিমাসে কমকরেও ২টি রক্তদান শিবির আয়োজন করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বৈঠকে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. পদ্মরাম জমাতিয়া জানান, জেলায় প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ১৫০ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়।

রোটারি অন্ন যোজনা' প্রকল্পের এক মাস পূর্তি উপলক্ষে পরিদর্শনে রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার জেলা গভর্নর রোটারিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মে।। আজ আগরতলা গভঃ মেডিকেল কলেজ ও জিবি হাসপাতালে 'রোটারি অন্ন যোজনা' প্রকল্পের এক মাস পূর্তি উপলক্ষে এই মহতী উদ্যোগটি পরিদর্শনে আসেন রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার জেলা গভর্নর রোটারিয়ান সুখমিন্দর সিং, জেলা গভর্নর (নির্বাচিত) ডাঃ এলেমবাম, ভবিষ্যতের জেলা গভর্নর (২০২৭-২৮) ডাঃ ডানি, জেলা সেক্রেটারি (নির্বাচিত) রোটারিয়ান অমিত শর্মা সহ আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলা ও অন্যান্য জেলা থেকে আগত বহু বিশিষ্ট রোটারিয়ান ও জেলা প্রতিনিধিগন।

রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা ও জিবি রোগীকল্যাণ সমিতির যৌথ প্রচেষ্টায় প্রায় এক মাস আগে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটির সাফল্য দেখে অতিথিরা মুগ্ধ হন। রোগীর সঙ্গে থাকা আত্মীয়-পরিজনদের জন্য মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে প্রতিদিন পুষ্টিকর দুপুরের খাবার সরবরাহ করার এই মানবিক ও সামাজিক উদ্যোগ তাঁদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

তাঁরা বলেন, এ ধরনের সেবামূলক প্রকল্প সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়াতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভবিষ্যতে এই প্রকল্পকে আরও বিস্তৃতভাবে বাস্তবায়নের পরামর্শ ও আশ্বাস দেন তাঁরা।

এই প্রকল্পের ধারাবাহিকতা ও সফলতা যেন আরও বহু মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে --- এই কামনাই সকলের।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas